ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-325 ■ 4 September, 2025 ■ আগরতলা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৭ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জিএসটি দুই স্তর কাঠামোর অনুমোদন, কার্যকর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, সাধারণ নাগরিকদের স্বস্তি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর।। সাধারণ নাগরিকদের স্বস্তি দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। দেশের আম জনতার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের বহু পণ্যে জিএসটি কমানো হয়েছে। বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৫৬তম গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি) কাউন্সিলের বৈঠকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সভাপতিত্বে হওয়া এই বৈঠকে ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ এই দুই স্তরের নতুন কর কাঠামোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নতুন জিএসটি কাঠামো কার্যকর হবে। বর্তমানে প্রচলিত চারটি জিএসটি স্ল্যাবকে সরলীকরণ করে দুটি স্তরে নিয়ে আসার জন্যই এই পদক্ষেপ। এতে সাধারণ ভোক্তা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের করভার হ্রাস পাবে বলেই কেন্দ্রের আশা।

মূলত, অর্থনৈতিক মন্দা এবং আমেরিকার কঠোর শুল্কনীতির মোকাবিলায় দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে ভারতের সরকার শত শত ভোক্তা পণ্যের উপর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাবান থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি পর্যন্ত একাধিক সাধারণ ব্যবহারের পণ্যে জিএসটি হারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, জিএসটি কাউন্সিল সাধারণ মানুষের ব্যবহারের পণ্যে কর কমানোর পাশাপাশি কর কাঠামো আরও সরল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এই কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে তিনি জানান, বর্তমানে চালু চারটি কর স্তর ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশের পরিবর্তে এখন থেকে শুধুমাত্র দুটি স্তর, ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ রাখা হবে।

সীতারামন বলেন, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্যে কর ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট গাড়ি, টেলিভিশন, এবং এয়ার কন্ডিশনারের উপর জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে নামিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

এছাড়া, সমস্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমার উপর জিএসটি পুরোপুরি মকুব করা হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

জিএসটি হ্রাস: দাম কমল যেসব পণ্যের

- **দুধ, ছানা, পনির, রুটি, পাউরুটি এতদিন এই সমস্ত খাদ্যপণ্যের উপর ৫% জিএসটি ছিল, যা এখন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে।**
- **কনডেন্সড মিল্ক, মাখন, ঘি, তেল, চিজ, বাদাম, খেজুর, আনারস, অ্যাভোকাডো, পেয়ারা, আম সহ অন্যান্য ফল আগে ছিল ১২%, এখন কমে ৫%।**
- **মাংস, মাছ, চিনি, পাস্তা, নুডল্‌স, স্প্যাগেটি, বিভিন্ন সবজি জিএসটি ১২% থেকে কমে ৫%। জ্যাম, জেলি, মাশরুম, নারকেলের জল, ইস্ট, সরষে, সয়াবিন, ভুজিয়া, ২০ লিটারের পানীয় জল এখন থেকে ৫% জিএসটি প্রযোজ্য।**
- **মধু, মিছরি, চকোলেট, কর্নফ্লেক্স, কেক, পেস্ট্রি, স্যুপ, আইসক্রিম, জিলেটিন আগে যেখানে ১৮% ছিল, এখন তা কমে মাত্র ৫%।**
- **জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমা জিএসটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, অর্থাৎ এখন থেকে কোনো কর নেই। বিড়ি ও বিড়ি পাতার উপর কর হ্রাস। বিড়ির পাতায় ১৮% থেকে কমে ৫%, বিড়িতে ২৮% থেকে কমে ১৮%।**
- **সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া এখন থেকে মাত্র ৫% জিএসটি।**

জিএসটি বৃদ্ধি: দাম বাড়ছে যেগুলোর

- **বিলাসবহুল গাড়ি, মোটরসাইকেল, প্রাইভেট জেট, রেসিং কার নতুন করে ৪০% জিএসটি আরোপ।**
- **পান মশলা, অতিরিক্ত চিনি যুক্ত পানীয়, কার্বনযুক্ত পানীয় জিএসটি ২৮% থেকে বেড়ে ৪০%।**
- **সিগারেট, চুরুট, তামাকজাত দ্রব্য এখন থেকে ৪০% হারে জিএসটি।**
- **কয়লা আগে যেখানে ৫% ছিল, এখন বাড়িয়ে ১৮% জিএসটি।**

অন্যদিকে, বিলাসবহুল ও তথাকথিত 'পাপজাতীয়' পণ্যের উপর করের হার বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫০০ সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি, সিগারেট এবং কার্বনেটেড পানীয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এই কর হ্রাসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বুধবার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর মোদী বলেন, এই ব্যাপক সংস্কার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করবে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা করা আরও সহজ করে তুলবে।

নতুন কর হার হিন্দু উৎসব নবরাত্রির প্রথম দিন ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

এদিন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী জানান, এই কর কাঠামোর রূপান্তরের ব্যাপারে সব রাজ্য একমত হয়েছে এবং এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, নতুন কর কাঠামো চালু হলে রাজ্যগুলোর সম্মিলিত রাজস্ব ক্ষতি দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না আওয়ামী লীগ স্পষ্ট করল নির্বাচন কমিশন

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বলেছেন, কোনো দলের কার্যক্রম স্থগিত থাকলে তাদের প্রতীকও স্থগিত থাকবে। তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। কিন্তু প্রতীক ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কি না সেটা সময় বলে দেবে।

অর্থাৎ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না হলে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত প্রাচীন এই দলটি দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশ নিতে পারবে না। আওয়ামী লীগের নাম না নিলেও স্থগিত থাকার দলের বিষয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করলেন সানাউল্লাহ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নির্বাচন ভবনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন নিয়ে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি।

সানাউল্লাহ বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংশোধনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তালিকায় সশস্ত্র বাহিনী যুক্ত করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করবেন। এছাড়া আদালত কর্তৃক যারা ফেরারি হবেন, তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। লাভজনক পদে যারা আছেন বলে গণ্য হবেন এবং যারা সরকারি ৫০ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার আছে এমন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে তারা অংশ নিতে পারবেন না। এছাড়া হলফনামায় তথ্য গোপন বা মিথ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত পেরিয়ে আসা সংখ্যালঘুদের বড় স্বস্তি

সিএএ-র কাট অফ তারিখের সময়সীমা বাড়ল ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ।। ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ অনুযায়ী নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ যারা ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারত আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং যাদের বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা নেই অথবা যাদের বৈধ ভ্রমণ নথির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাও এখন নাগরিকত্বের জন্য বিবেচিত হবেন, যদি তারা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করে থাকেন। মূলত, ২০১৯ সালে সংসদে পাস হওয়া ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ স্বাক্ষরিত সিএএ অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-এর আগে ভারতে আসা এই সব ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছিল। তবে ২০২৫ সালের নতুন 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেইনার্স অ্যাক্ট' অনুসারে সম্প্রতি প্রকাশিত এক নির্দেশে সেই তারিখ আরও ১০ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ পর্যন্ত করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা, যারা ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বা সেই আশঙ্কায় ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাদের কাছে বৈধ নথিপত্র নেই বা যাদের নথির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তাঁদেরকে বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, যদি তাঁরা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করে থাকেন।"

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পাকিস্তান থেকে আগত বহু হিন্দু শরণার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এই নতুন সিদ্ধান্ত তাঁদের জন্য আশার আলো হয়ে এল। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুতদের একাধিক সংগঠন এবং অন্যান্য শরণার্থী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে এই কাট-অফ তারিখ বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিল। সরকার গত বছরের ১১ মার্চ সিএএ-এর বিধি প্রণয়ন করে আইনটি কার্যকর করে।

বিধায়ক আবাসন নিরাপত্তা সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। বিধায়ক আবাসনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। রাজ্যের কোথাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করা হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিধায়ক আবাসনে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাজ্য বিজেপি ঃ ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। প্রদেশ বিজেপি আসন্ন ভিলেজ কমিটি এবং ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ অর্থাৎ টিটিএএডিসি - এর নির্বাচনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। আজ আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়ে দলের জনজাতি মোর্চার একটি সাংগঠনিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় একথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বের সাথে একটি বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনজাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং আগামীদিনে আমাদের দল ও সরকার কীভাবে এই বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য যৌথভাবে কাজ করতে পারে সেটা অন্বেষণ করা। সেই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত জনজাতিদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আমরা বেশ কয়েক দিন ধরে এই বৈঠক আয়োজন করার পরিকল্পনা করছিলাম এবং শেষপর্যন্ত আজ আমরা এই বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিই।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যা অতীতে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। তবে ২০১৪ সাল থেকে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন থেকে জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে ত্রিপুরা সরকারও নিরলসভাবে কাজ করছে। আমরা জনজাতি সমাজের প্রতিটি কোনায় পৌঁছাতে এবং তাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই।

আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এটি ভিলেজ কমিটি বা এডিসি ভোট হোক না কেন, আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। যদিও আজকের বৈঠক নির্বাচন সম্পর্কে নয়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোটা রাজ্যে অরাজকতার পরিবেশ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলার কোনো পরিবেশ নেই। পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এমনকি, পুলিশের একাংশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। গতকাল বিধায়ক আবাসকান্ডের ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, গতকালের ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে প্রশাসনের পাশাপাশি দলের কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই শাসক দল বিজেপির। এমনকি, বিজেপির জোট শরিক তিপরা মথার সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এককথায়, গোটা রাজ্যে অরাজকতার পরিবেশ চলছে। তাঁর কথায়, সিপিএমের জনসভায় বানচাল করার জন্য হামলা চালিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা। কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন দিনে দিনে তাঁদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। যার ফলে জনসম্মুখে বিজেপি নেতৃত্বরা আবোল তাবোল গল্প বলছে, বলে দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারছেন না। তিনিও জনসম্মুখে নিজের ব্যর্থতা প্রকাশ করছেন। বিগত দিনে অনেকবারই মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে নিজের দলের লোকজনই মুখ্যমন্ত্রীকে গদি থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত

চাঁদার জুলুমবাজির প্রতিবাদে উত্তাল উত্তর জেলা, প্রতিবাদে রাস্তায় লরি চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর।। শারদ উৎসব ঘিরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছিলেনকোনওভাবেই ক্লাবগুলিকে চাঁদা তোলার নামে জুলুমবাজি করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যত অমান্য করে ফের চাঁদার নামে দাপট দেখাতে শুরু করেছে কিছু ক্লাব। এর জেরে ফের উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর জেলার কুমারঘাট-ফটিকরায় এলাকা।

মঙ্গলবার গভীর রাতে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে চলাচলকারী একাধিক ট্রাকচালক অভিযোগ করেন, স্থানীয় শক্তি সংঘ ক্লাব-এর সদস্যরা তাদের ট্রাক আটকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করে। চালকদের কথায়, তাঁরা ৫০০ টাকা কিংবা ১ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব রাখলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। উল্টে তাদেরকে দা, কুড়াল দিয়ে ভয় দেখানো হয়, কয়েকজনকে মারধর করা হয় এবং জোর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি কিছু চালকের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা প্রায়শই দাবি করছে বলে অভিযোগ করেন যান চালকরা।

আর মাত্র ২৪ দিন

চালকরা আরও জানান, তাঁরা যখন পুলিশের কাছে খবর দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন ক্লাব সদস্যরা প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কোনও উপায় না পেয়ে তাঁদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা হয়। এর প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে ক্ষুব্ধ ট্রাকচালকেরা একত্রিত হয়ে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চানপুর এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবরোধ চলায় রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, যাত্রী সহ সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হন।

অবরোধে সামিল এক ট্রাকচালক বলেন, "আমরা গাড়ি চালাই রোজগারের জন্য। ক্লাবের নামে আমাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে। টাকা কম দিলে মারধর করা হচ্ছে। আমরা চাই এই জুলুমবাজি বন্ধ হোক এবং দোষীদের কড়া শাস্তি হোক।"

অন্য এক চালক ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছেন ক্লাবগুলি যেন চাঁদার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ইং
১৮ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নতুন পথের দিশা

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই হইলো এমন একটি প্রযুক্তি যা মেশিনকে মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাশক্তির অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম করিয়া তোলে। এর মাধ্যমে কম্পিউটার বা অন্য কোনো যন্ত্র মানুষের মতো শিখিতে, সমস্যা সমাধান করিতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমন একটি কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির আদলে জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারে।এই প্রযুক্তি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে যেমন - চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন, বিনোদন, ইত্যাদি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ ও উন্নত করিতে সাহায্য করিযতে পারে। ইনটেলিজেন্সের (এআই) ক্ষেত্রে ভারত এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার সহজলভ্য এআই পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে।যেখানে কম্পিউটার শক্তি, জিপিইউ এবং গবেষণার সুযোগ মিলিবে। এআই পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যে মোদী সরকার ২০২৪-এ ভারতএআই মিশনে ১০,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। আগামী ৫ বছরে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে। সেইসঙ্গে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত নিজের গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট গড়িয়া তুলিবে।স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শহরগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়া ২০২৩-এ মোদী সরকার নয়াদিল্লিতে তিনটি এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়িবার কথা ঘোষণা করিয়াছে। ২০২৫-এর বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।এআই অগ্রগতিকে জাতীয় স্তরেও ব্যবহার করিতে চায় কেন্দ্র। বিশ্বের প্রথম সরকারি অনুদানে বহুস্তরীয় এলএলএম উদ্যোগ ভারতজেন চালু হইয়াছে ২০২৪ সালে। এর মাধ্যমে ভারতের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ গবেষকদের একটি কনসোর্টিয়ামকে যুক্ত করা হইয়ছে। এআই গবেষণার ক্ষেত্রে ৫০টি শীর্ষ এনআইআরএফ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ সময়ের পিএইচডি স্কলারদের ফেলোশিপও দেওয়া হইতেছে। এআই শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ডেটা ও এআই ল্যাব গড়িয়া তুলিতেছে কেন্দ্র। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এআই দক্ষতা বিকাশে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব জিতেছে। স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪' অনুযায়ী চলতি বছরের মধ্যে ভারতের এআই শিল্প ২৮.৮ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিয়া যাইবে। সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং কানাডা—সহ ৫টি দ্রুত-বিকাশশীল এআই মেধা হাবের মধ্যে ভারত এখন শীর্ষে রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে এআই পেশাদারের চাহিদা প্রায় ১০ লক্ষে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হইতেছে।

কর্মসংস্থান নিয়ে ছেলেখেলায় মত্ত সরকার : যুব কংগ্রেস

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর : কর্মসংস্থান নিয়ে ছেলেখেলায় মত্ত সরকার। আধা সামরিক বাহিনীর শারীরিক পরীক্ষা আগরতলার আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ড বা দমদমিয়ার পরিবর্তে মিজোরামের করা হয়েছে। তাতে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল প্রায় সকল প্রার্থীদের উপর যেমন আর্থিক বোঝার চাপ বাড়ে। তাই মিজোরাম থেকে সরিয়ে এনে আগরতলায় অতিসত্বর স্থানান্তরিত করার দাবিতে সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস। তাঁদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন, বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শাসনের ফলে যখন বেকারত্বের তীব্রতা ক্রমবর্ধমান, চাকুরীর সুযোগ নেই বললেই চলে। কর্মসংস্থান নিয়ে ছেলেখেলায় মত্ত সরকার। সে সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য চাকরিরও যে সুযোগগুলি আসছে সে নিয়েও আমাদের রাজ্যে যে নৈরাজ্য চলছে তারই একটি উদাহরণ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আধা সামরিক বাহিনীতে কিছু কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই রাজ্যে রাজ্যে নিয়োগ রেলি করা হতো।

এদিন তিনি বলেন, বিগত দিনগুলিতে এ রাজ্যেও তা হতো। লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক দক্ষতা, মেডিকেল, এসবই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতো এবছর কোন এক অজ্ঞাত কারণে শারীরিক পরীক্ষার স্থান রাজ্যের আগরতলার আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ড বা দমদমিয়ার পরিবর্তে মিজোরামের আইজল শহর থেকে অনেকটা দূরে জৌহাসাং এর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় করা হয়। এই চাকুরিগুলির ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যেরই একটা নির্দিষ্ট কৌটা থাকে। সে অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে এই বছরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। জুন মাসের ২৪ তারিখ ফলাফল ঘোষিত হয়। এতে দেখা যায় ২০০০ মেয়ে সহ মোট ৮০০০ হাজার পরীক্ষার্থী যোগ্যতামান অর্জন করে। কর্তৃপক্ষ কোনরকম নোটিফিকেশন জারি না করে ফল প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই শারীরিক পরীক্ষার জন্য এডমিট কার্ড, কোথায় এবং কবে পরীক্ষা হবে তা জানিয়ে দেয়। ২০শে আগস্ট থেকে ছেলে ও মেয়েদের ২৮ আগস্ট থেকে পরীক্ষার সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে প্রার্থীদের কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার ও সুযোগ ছিল না কারণ বরাবরই এই পরীক্ষাগুলি উপরে উল্লেখিত স্থানেই অনুষ্ঠিত হতো। এর ফলে রাজ্যের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল প্রায় সকল প্রার্থীদের উপর যেমন আর্থিক বোঝার চাপ বাড়ে অন্যদিকে মিজোরামের যাতায়াতের অপ্রতুল ব্যবস্থা, তারপরও আইজল থেকে জৌহাসাং এর দূরত্ব এবং রাস্তা না থাকার ফলে পরিবহণের ক্ষেত্রে সাধারণ সময়ের থেকে পাঁচ গুণ ভাড়া বৃদ্ধি, থাকার জায়গারও প্রভাব হোটেলে ও রাত পিছু সাধারণ সময়ের তুলনায় চার পাঁচ গুণ ভাড়া বৃদ্ধি সহ একই হাল খাওয়ার খরচেও। ফলে বাধ্য হয়ে ছেলেদের অনেককেই রাস্তায় রাত কাটাতে হয়েছে তাতে করে পরীক্ষার পূর্বেই অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। উঁচু পাহাড় ও পাথর কাদা মাটিতে দৌড়াতে গিয়ে অনেকেই হাত-পা ভেঙ্গে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ার ফলে পরীক্ষা সম্পন্ন না করেই রাজ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এর দায়ভার অমিত শাহ' র স্বরাষ্ট্র দপ্তর বা রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগেও জোর জোরালো দাবি করা হয়েছিল যাতে নতুন নোটিফিকেশন জারি করে মেয়েদের শারীরিক পরীক্ষা মিজোরাম থেকে সরিয়ে এনে আগরতলায় করার জন্য এবং মিজোরামে অসুস্থ হয়ে পড়া আহত সকল কর্মপ্রার্থী ছেলেদের সকলকে সরকারি খরচে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সহ তাদের এবং অন্য সকল ছেলে পরীক্ষার্থীদের সরকারি উদ্যোগে ও খরচে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে পুনরায় শারীরিক পরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

তাঁর কথায়, মেয়েদের শারীরিক পরীক্ষা মিজোরাম থেকে সরিয়ে এনে আগরতলায় অতিসত্বর স্থানান্তরিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়। এবং মিজোরামে অসুস্থ হয়ে পড়া আহত সকল ছেলেদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে এই রাজ্যে পরীক্ষার দেওয়ার ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেওয়া হোক। না হলে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস সরকারের এই অমানবিক ও অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার জন্য বাধ্য হবে।

উন্নয়ন আর প্রকৃতির মধ্যে লক্ষণরেখা টানতে হবে মানুষকেই

শোভনলাল চক্রবর্তী

উওরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর - তিন রাজ্য। তিনটিই উত্তর ভারতে। জনপ্রিয় পর্যটনস্থল হিসাবে খ্যাতি রয়েছে তিন রাজ্যেরই। অথচ গত এক মাসে বার বার এক সুতোয় জুড়ে গিয়েছে তাদের নাম। কিন্তু আর পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে নয়, বরং তিন রাজ্যের নাম শুনলেই আতঙ্কে শিউরে উঠছেন সাধারণ মানুষ। প্রাণ হাতে নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সেখানকার স্থানীয়েরাও। কারণ, মাত্র এক মাসের মধ্যে - তিন রাজ্যের একাধিক জায়গায় সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতো নেমে এসেছে বিপর্যয়। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে একের পর এক ছবির মতো গ্রাম। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নজির নতুন নয়। ২০১৩ সালে কেদারনাথের ঘটনার রেশ এখনও। অনেকের স্মৃতিতে তাজা। তবে এত ঘন ঘন মেঘভাঙা বৃষ্টি কিংবা হড়পা বানের মতো ঘটনা অতীতে দেখা যায়নি। দিন কয়েকের ব্যবধানে পর পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাতের ঘুম উড়েছে স্থানীয়দের। সরকারি হিসাব বলছে, ১৪ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্টের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে গু প্রাকৃতিক কারণজনিত দুর্ঘটনায় মোট ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর হিমাচলে গত। দু'মাসে মৃত্যু হয়েছে ১৯৪ জনের। এর একটি কারণ অনিবায়: এবং সহজেই অনুমেয় -। জলবায়ু পরিবর্তন। আর এর জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হিমালয়- লাগোয়া অঞ্চল এবং উপকূল এলাকা। চলতি বছরে বর্ষার মরসুমে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকাংশে বেড়েছে। আবহবিদেরা বলছেন, গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় এখনও পর্যন্ত ১১. শতাংশ বেশি বর্ষণ হয়েছে হিমাচলে। একই চিত্র জম্মু ও কাশ্মীরেও। গত এক সপ্তাহে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ২৬০ - শতাংশেরও বেশি। পুলওয়ামা, রামবন-সহ কোথাও কোথাও স্বাভাবিকের পাঁচ গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, এ হেন অতিবৃষ্টির জেরেই বিপত্তি। কারণ, ভারী বৃষ্টির জেরে ভুগর্ভস্থ জলস্তর বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে ধসের প্রবণতাও। নদীগুলিতেও জলের পরিমাণ বাড়ছে। বহনক্ষমতা পেরিয়ে গেলে সেই জলই প্রবল তোড়ে নেমে আসছে - লোকালয়ে। এ সবের সঙ্গে আবার বিশ্বউফায়ণ তো রয়েছেই। হিমালয় অঞ্চলে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণেও এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের - ঘটনা বাড়ছে। গরম হাওয়া পাহাড়ি ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে হঠাৎ এবং ভারী বৃষ্টির - কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই মত, হিমালয়-লাগোয়া রাজ্যগুলিতে ঘন ঘন - প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যতখানি দায়ী, তার থেকেও বেশি দায়ী মানুষ। - আবহাওয়াবিদদের কথায়, "উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে গত

কয়েক বছরের প্রবণতা হল, গ্রীষ্মে চূড়ান্ত গরম এবং শীতে চূড়ান্ত ঠান্ডা পড়ছে। আবার বর্ষাও - হচ্ছে তেমনই চরম। এর প্রাথমিক কারণ উষ্ণায়ন। তবে এর বাইরেও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন, মাটির গুণমান বিচার না করেই যথেচ্ছ নির্মাণকাজ। সেই সঙ্গে যত্রতত্র গাছকাটা। একেও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটনের উন্নয়নের নামে অনিয়ন্ত্রিত এবং বেআইনিভাবে পাহাড়ের কোলে যথেচ্ছ নির্মাণকাজ চলছে। সঙ্গে চলছে ইচ্ছামতো গাছ কাটা। এ সবের জেরে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। ফলে ঘন ঘন নেমে আসছে ধস। কোথাও কোথাও আবার নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে উঠছে হোটেল, রাস্তা, জনপদ। পাহাড়ি নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যাহত করে তাকে আরও সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। ফলে ভারী বৃষ্টি হলেই জল বেড়ে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে নদীর দু'কূল। এমনিতেই এ বছর কুমায়ুন-গাড়োয়ালে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তা স্বাভাবিক নয়। জম্মুতে এক জায়গায় ১২ ঘণ্টায় ৫০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তবে ঘটনা পর পর সাজালে দেখা যাবে শুধু অতিবৃষ্টি কারণ নয়। ২০১৭ থেকে সরকার এক অতিউচ্চাশী প্রকল্প হাতে নেয়- চারধাম রেল এবং সড়কপথে যুক্ত করার। সাড়ে ৫ মিটার চওড়া এই রাস্তা বানানোর জন্য পাহাড়ের ঢাল কেটে পথ তৈরি করতে প্রায় ৫০ হাজার গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। আবার কোথাও রেলের সুড়ঙ্গ তৈরি করতে পাহাড়ে "ব্লাস্টিং" করা হচ্ছে। সঙ্গে গাড়োয়াল-কুমায়ুনে অন্তত ৮০টি হাইড্রোলিক প্রকল্প চলছে। আরও ৩২০টি প্রকল্প জরিপের পর্যায়ে রয়েছে।

এই সব ক্ষেত্রেই ব্লাস্টিং করে সুড়ঙ্গ তৈরি, গাছ কাটা ইত্যাদি জড়িয়ে। কংক্রিটে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা হিমালয়কে। নবীণ ভঙ্গিল পর্বত হওয়ায় হিমালয় "টেকটনিক্যালি আনস্টেবল"। হিমালয়-লাগোয়া এলাকার ভূপৃষ্ঠে এমনিতেই অনেক "ফল্ট" বা ফাটল রয়েছে। ব্লাস্টিংয়ের সময় আরও ছোট ছোট ফাটল তৈরি হয়। অতিবৃষ্টি হলে সেই জল ফাটলে ঢুকে মাটিকে আরও ধসপ্রবণ করে তোলে। এ ছাড়াও রয়েছে হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদের কারণে হড়পা বান। হিমালয় অঞ্চলে কয়েক হাজার হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদ রয়েছে। গত কয়েক দশকে এ ধরনের হ্রদের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহগুলি দ্রুত গলতে থাকায় হ্রদগুলিতে জলস্তর বাড়ছে। বাড়ছে হড়পা বানের আশঙ্কাও। এক সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে জল-কাদার স্রোত। আক্ষেপের বিষয় হল, জাতীয় পরিবেশ আদালতের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, নদীর প্লাবনভূমির মধ্যে কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না। কিন্তু তা মানা হচ্ছে কই। উত্তরাখণ্ড কিংবা হিমাচলে দেদার চলছে নির্মাণকাজ, কোনওরকম নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই। কেদারনাথের বিপর্যয়ের পর সুপ্রিম কোর্ট গড়েছিল বিনোদ কারে কমিটি। সেই কমিটির পরামর্শ ছিল, ভূপ্রকৃতিগত কারণে ওই এলাকায় হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্প গড়ে তোলা বিপজ্জনক। সে কথাতেও কান দেয়নি কেউ। এক সময় হিমালয়কে বাঁচাতে অনশনে বসেছিলেন আইআইটি-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জিডি আগরওয়াল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কথা রাখবেন। কিন্তু বছর ঘুরেছে, ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে- কেউ কথা রাখেনি। একের পর এক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা না নিয়ে বরং উন্নয়নের বুলডোজারের নীচে পিষে ফেলা হয়েছে পাহাড়কে। এত দিনে সর্বংসহা পাহাড়েরও সহ্যসীমা পেরিয়েছে। উন্নয়ন আর প্রকৃতি এর মাঝে কোথায় থামতে হবে, এ বার সেই লক্ষ্মণরেখা টানতে হবে মানুষকেই। ভারতের পক্ষে এ বড় নির্দয় বর্ষা। ঘনঘন বিপর্যয়ে তছনছ হয়েছে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। উত্তরকাশীর ধারালী গ্রামকে হড়পা বানে সম্পূর্ণ ধুয়ে দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার একাংশ। তীর্থযাত্রী অধ্যুষিত চিসোতি গ্রামে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসা কাদাজলের স্রোতে তলিয়ে গিয়েছেন ৬০-এর অধিক মানুষ। আগস্টের শেষেও প্রকৃতির রোষ কমার চিহ্নমাত্র নেই। কাইয়াতে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান প্রাণ কেড়েছে অন্তত সাত জনের। সম্প্রতি বৃষ্টি-ধসে বিধবস্ত হয়েছে চামোলির থারালীও।

বিপর্যয়ের মেঘ শুধুমাত্র পাহাড়ি অঞ্চলের মাথাতেই জমে থাকেনি, নেমে এসেছে মুম্বইয়ের মতো অত্যাধুনিক নগরেও। আগস্টের বৃষ্টির কোটা মাত্র চার দিনে পূরণ হয়েছে সেখানে। প্রাণহানি, স্তব্ধ পরিবহণ আর জলে ডোবা রাস্তার মুম্বই মনে করিয়ে দিয়েছে ২০০৫ সালের ২৬ জুলাইয়ের সেই ভয়ঙ্কর দিনকে, যেখানে ২৪ ঘণ্টায় ১৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টিতে ডুবে গিয়েছিল গোটা শহর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে অনুঘটকগুলি এই বিপর্যয়ের তীব্রতা বহু গুণ বৃদ্ধি করে, অবিলম্বে প্রয়োজন তাকে সংশোধনের। প্রায় প্রতি বর্ষায় মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরুর মতো শহরের ডুবে গিয়ে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার পিছনে রয়েছে প্রশাসনিক "অপদার্থতা। মুম্বইতে বর্ষায় অধিক বৃষ্টি নতুন নয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ শহরে "উন্নয়ন"-এর যে জোয়ার দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে বহু পিছিয়ে পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন-প্রতিরোধী পরিকাঠামো গঠনের মতো অত্যাবশ্যক পদক্ষেপগুলি। তদুপরি, ভুলে-ভরা নগর পরিকল্পনা, আবহাওয়ার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও প্রস্তুতিতে খামতি নাগরিক যন্ত্রণাকে আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে এবং এই সমস্যা মুম্বইয়ের নিজস্ব নয়। ভারতের প্রায় প্রতিটি নগরেই যে "শহুরে বন্যা"র তোড় দেখা যাচ্ছে, তার মূলেও রয়েছে পরিকল্পনাহীন নগর সম্প্রসারণ, অবরুদ্ধ নিকাশি-পথ, যত্রতত্র আবর্জনা, প্লাস্টিক জমার সমস্যা। বদলে যাওয়া বৃষ্টিপাতের চরিত্র এই পরিস্থিতিকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। পাহাড় এবং সমতলের ধ্বংসের রূপটি পৃথক, কিন্তু অভিঘাত প্রায় একই। সাধারণ নাগরিকের জীবন ও রুজি-রোজগারে টান পড়া। একের পর এক বিপর্যয় চরম আবহাওয়ার মুখে ভারতে প্রশাসনিক অ-প্রস্তুতিকে প্রকট করে তোলে। টাকার অঙ্কেও ক্ষতির মূল্যটি বড় কম নয়। পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৫ বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতের ক্ষতির পরিমাণ ১২.৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। সুতরাং শুভবুদ্ধির জাগরণ, এই মুহূর্তে, আবশ্যক। নিকাশিব্যবস্থার সংস্কার আশু প্রয়োজন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থাটিকেও আরও নিখুঁত করতে হবে। গত বছর কেরলের ওয়েনাড়ের ভয়ঙ্কর ভূমিধসের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবিটি উঠেছিল। দেশ জুড়ে সেই ব্যবস্থাপনা নির্মাণ সবে শুরু হয়েছে। প্রত্যন্ত জায়গাটিতেও সেই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা কত দ্রুত পৌঁছবে, তার উপর নির্ভর করবে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। আবহাওয়া দফতর, বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ এবং স্থানীয়-রাজ্য- জাতীয় স্তরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রশ্ন হল, সেই সংযোগ কে করবে, কবে?

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

ভালোবাসা পেতে উত্তমকুমারকেও দিতে হয়েছিল পরীক্ষা

সৌমেন্দ্র গোস্বামী (ঢাকা)

তখনো সিনেমার কিংবদন্তি উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি তিনি। উপেক্ষা, অবহেলা আর বেকারত্বই ছিল সঙ্গী! অভিনয় করার নেশা আর গানএটাই যেন ছিল তাঁর অবলম্বন। কিন্তু এভাবে তো আর চলে না। চাকরি দরকার। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলেন জীবনের প্রথম চাকরি। পোর্ট কমিশনার্স অফিসের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে। তেমন ব্যস্ততা নেই। প্রতিদিন সময়মতো অফিসে যান আর ছুটি হলে বাড়িতে এসে বিশ্রাম নেন। বাকিটা সময় অভিনয়ের স্বপ্নে বিভোর থাকেন। তেমনই একদিন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। হঠাৎ চোখ ছুটে যায় সদর দরজার দিকে। জ্যাঠাতো বোন অন্নপূর্ণার সঙ্গে একজন মেয়েকে দেখতে পান। মেয়েটা দেখতে সুশ্রী। তার চেয়ে মিষ্টি তাঁর হাসি। মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হন উত্তমকুমার। একেবারে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' যাকে বলে।

এরপর অতিবাহিত হলো কয়েকটা দিন। কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও মেয়েটার মুখ ভুলতে পারলেন না তিনি। অগত্যা অফিস ছুটি হলে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়িতে ফিরে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। আবার যদি মেয়েটা আসে, এই আশা নিয়ে। একদিন সত্যি সত্যি মেয়েটি আবার তাঁদের বাড়িতে এল। অন্নপূর্ণাও সঙ্গে ছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না উত্তম। ঠিকানা শুনেই উত্তম বুঝে নিলেন, অভিজাত পরিবারের মেয়ে গৌরী। ভাবলেন, তাঁর সঙ্গে গৌরীর কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মন বড় বেসামাল, মনের সঙ্গে কে পারে! তাই পরবর্তীকালে গৌরী আবার যখন তাঁদের বাড়িতে এলেন, অন্নপূর্ণার বলা কথাগুলো মনে পড়ল, 'গৌরীর সঙ্গে একটি গানের স্কুলে আমার পরিচয়। সে গান ভালোবাসে।' সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমারইনস্টাগ্রাম- সে চলে যেতেই অন্নপূর্ণাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোকে কে পৌঁছে দিয়ে গেল রে?' দুষ্টুমির স্বরে বোন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে বল দিকিনি?' 'ওই যে এখুনি এসেছিল তোর সঙ্গে?' বললেন উত্তম। 'ও তো গৌরী... গৌরী রানী গাঙ্গুলী। অ্যাস্টন আর ল্যান্সডাউন রোডের মুখে থাকে।' ঠিকানা শুনেই উত্তম বুঝে নিলেন, অভিজাত পরিবারের মেয়ে গৌরী। ভাবলেন, তাঁর সঙ্গে গৌরীর কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মন বড় বেসামাল, মনের সঙ্গে কে পারে! তাই পরবর্তীকালে গৌরী আবার যখন তাঁদের বাড়িতে এলেন, অন্নপূর্ণার বলা কথাগুলো মনে পড়ল, 'গৌরীর সঙ্গে একটি গানের স্কুলে আমার পরিচয়। সে গান ভালোবাসে।' আর কালক্ষেপণ করলেন না তিনি। নিজের ঘরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়লেন। উদ্দেশ্য গৌরীকে গান শোনানো। গলা খুলে গান করছেন। হৃদয় আকুল হয়ে আছে গৌরীর জন্য। মন বলছে, এই বুঝি গান শুনতে শুনতে গৌরী এসে দাঁড়াবেন দরজার সামনে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। অন্যান্য দিনের মতো অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলাপ সেরেই গৌরী চলে গেলেন। কষ্ট পেলেন উত্তম। তাই কিছু সময় পর যখন অন্নপূর্ণা তাঁর কাছে এল, কিছুটা রাগী স্বরেই তিনি বললেন, 'কী চাই'? 'গৌরী বলল, 'তোর দাদার গানের গলাটা তো বেশ।' ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে, আলাপ করবে বলেছে।' অন্নপূর্ণার কণ্ঠে কথাটা শুনে হৃদয় নেচে উঠল তাঁর।

শুরু হলো অপেক্ষা। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হলেও গৌরী আর তাঁদের বাড়িতে এলেন না। রুপালি পর্দায় অভিনয়ের সুযোগ না পাওয়ার কষ্টের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলো গৌরীকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা। মন নানা কথা বলে।

কিছুদিন যেতেই মন ও জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে একপ্রকার দ্বন্দ্ব করেই গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু লাভ হলো না। গৌরীকে তাদের দারোয়ান স্কুলে পৌঁছে দিতেন, তাই আর কথা বলতে পারলেন না। ছুটির পর কথা বলার সুযোগ মিলতে পারে ভেবে গৌরীর বাড়ি ফেরার পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। গৌরী ধনীর দুলালি, তাঁকে কাছে পাওয়া দুরাশা ইত্যাদি। ভেবে আবারও ভুলে যেতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। কিছুদিন যেতেই মন ও জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে একপ্রকার দ্বন্দ্ব করেই গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু লাভ হলো না। গৌরীকে তাদের দারোয়ান স্কুলে পৌঁছে দিতেন, তাই আর কথা বলতে পারলেন না। ছুটির পর কথা বলার সুযোগ মিলতে পারে ভেবে গৌরীর বাড়ি ফেরার পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনো দারোয়ানকে সঙ্গে দেখে হতাশ হলেন উত্তম। তবে গৌরী তাঁকে নিরাশ করলেন না। দারোয়ানকে লুকিয়ে চুপি চুপি বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি দেখা করব তোমাদের বাড়িতে।' উত্তম-গৌরীর মন দেওয়া-নেওয়া শুরু হলো।

'অতি উত্তম'-এ উত্তম কুমারভিডিও থেকে নেওয়া

সেই সঙ্গে ভাগ্য খুলল। সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেলেন উত্তমকুমার। কথাটা প্রথমে মাকে জানালেন। তারপর গেলেন গৌরীর কাছে। বললেন, 'আমি সিনেমায় নামছি, তোমার মত কী গৌরী?' 'বেশ তো, এতে আমার আবার মতামত কী?' বললেন গৌরী। সুযোগ বুঝে ঝটপট কথাটি বলে ফেললেন উত্তমকুমার, 'গৌরী, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর ভালোবাসি বলেই তোমার মতামত আমার একান্ত দরকার।' কথাটা শুনে হাসলেন গৌরী। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি সিনেমায় নামলে আমি খুশি হব বেশি।'

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দিনগুলো হাসি-গানে চলতে থাকল। এর মধ্যে 'দৃষ্টিদান' মুক্তি পেয়েছে। ইচ্ছা ছিল, গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমাটা দেখবেন। কিন্তু কয়েক দিন ধরে গৌরীর দেখা নেই। এর মধ্যে খবর এল, ঠাকুরমার সঙ্গে 'দৃষ্টিদান' দেখতে গিয়ে অঘটন ঘটিয়েছেন গৌরী।

ছবি দেখার একপর্যায়ে দাদি পর্দার শিল্পীদের কয়েকজনকে দেখিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ রে, দেখ তো ওদের মধ্যে তোর কাউকে মনে ধরে কি না, কাকে তোর পছন্দ?' গৌরী অপেক্ষা করে না, আঙুল দিয়ে পর্দায় উত্তমকুমারকে দেখিয়ে বলেন, 'ওকে।' ঠাকুরমা ভাবলেন, গৌরী বোধ হয় ঠাট্টা করছেন। তিনি রীতিমতো বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'এত ছেলে থাকতে ওই রোগা ছেলেটা?' ছবি দেখার একপর্যায়ে দাদি পর্দার শিল্পীদের কয়েকজনকে দেখিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ রে, দেখ তো ওদের মধ্যে তোর কাউকে মনে ধরে কি না, কাকে তোর পছন্দ?' গৌরী অপেক্ষা করে না, আঙুল দিয়ে পর্দায় উত্তমকুমারকে দেখিয়ে বলেন, 'ওকে।' ঠাকুরমা ভাবলেন, গৌরী বোধ হয় ঠাট্টা করছেন। তিনি রীতিমতো বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'এত ছেলে থাকতে ওই রোগা ছেলেটা?' সরল মনে গৌরী সব সত্য খুলে বললে, বাড়ি থেকে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। গৌরীর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিন্তু গৌরী রাজি নন। ভেঙে পড়লেন উত্তম। ওদিকে গৌরীও নাছোড়বান্দা। ভালোবাসার মানুষকে হারাতে পারবেন না। একদিন সব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে ছুটে এলেন উত্তমদের বাড়িতে। উত্তম তখন বাড়িতেই ছিলেন।

কেটে গেল কয়েকটি বছর। উত্তমকুমার এর মধ্যে কাজ করেছেন কয়েকটি সিনেমায়। একটাও সফলতার মুখ দেখেনি। সেই সঙ্গে রয়েছে গৌরীর জন্য বেদনা। এর মধ্যেই একদিন খবর এসে পৌঁছাল, গৌরীর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিন্তু গৌরী রাজি নন। ভেঙে পড়লেন উত্তম। ওদিকে গৌরীও নাছোড়বান্দা। ভালোবাসার মানুষকে হারাতে পারবেন না। একদিন সব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে ছুটে এলেন উত্তমদের বাড়িতে। উত্তম তখন বাড়িতেই ছিলেন। মায়াজড়ানো কণ্ঠে তাঁর কাছে গিয়ে গৌরী বললেন, 'এই তো সুযোগ, কথা দাও, এবার তুমি আমাকে তোমার মতো করে আনতে পারবে।' নানা চিন্তাভাবনা মাথায় এলেও গৌরীর জোরের কাছে হার মানলেন উত্তমকুমার। গৌরীর হাত ধরে তাঁদের বাড়িতে গেলেন। গৌরীর বাবার সামনে দাঁড়ালেন। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ভদ্রলোক রাজি হলেন। স্বপ্ন সত্যি হলো গৌরী ও উত্তমের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মূর্তি পাড়ায় চলছে মৃৎশিল্পীদের চরম ব্যস্ততা। ছবি নিজস্ব।

ছয় মাস ধরে ঢাকায় থাকা মার্কিন স্পেশাল ফোর্স কর্তার রহস্যমৃত্যু ঘিরে জল্পনা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর: ঢাকার গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিন-এ রহস্যজনক মৃত্যু 'আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সেস'-এর এক জ্যেষ্ঠ কর্তার। পুলিশের দাবি, তাঁর মৃত্যুর পিছনে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই তুলে দেওয়া হয়েছে আমেরিকান দূতাবাস কর্তৃপক্ষের হাতে। আরও জানা গিয়েছে, গত ছয় মাস ধরে তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে, তিনি 'বিজনেস ট্রিপ'-এ বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং থাকছিলেন। ৩১ আগস্ট 'ওয়েস্টিন' হোটেলের ৮০৮ নম্বর ঘরে ফার্স স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ড (এয়ারবর্ন)-এর কমান্ড ইন্সপেক্টর জেনারেল টেরেন্স আরভেল জ্যাকসনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। উত্তর ক্যারোলিনার রেফোর্ডের এই বাসিন্দার বয়স হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর।

ঢাকা পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানানো হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়েছে জ্যাকসনের। কোনও অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর পরে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহটি মার্কিন দূতাবাসে হস্তান্তর করে ঢাকা পুলিশ। ময়নাতদন্ত না করা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। ঢাকার গুলশান থানার ওসি হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, ২৭ আগস্ট ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে হোটেল ওয়েস্টিনের ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন জ্যাকসন। দু'দিন ধরে তিনি কোনও খাবার অর্ডার না করায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়েছিল। তাঁরা মার্কিন দূতাবাস এবং পুলিশকে খবর দেন। এর পর, দূতাবাসের একটি মেডিক্যাল টিম এবং পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘরে ঢুকে তারা দেখতে পায় বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন জ্যাকসন।

ওসি হাফিজুর রহমান বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে বলে মনে হওয়ায় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ হস্তান্তরের জন্য একটি লিখিত অনুরোধ জমা দিয়েছিলেন। পরে দেহটি তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন জ্যাকসন। একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এশিয়া থিয়েটার জুড়ে বিভিন্ন অস্থায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে ৩ বছর কাজ করার পরে, ২০০৬ সালে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পেশাগত প্রোফাইল বলছে, ফার্স স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ড (এয়ারবর্ন)-এর কমান্ড ইনস্পেক্টর হিসেবে তিনি সব ধরনের বিশেষ অভিযানের জন্য বাহিনী সংগঠিত করা মোতায়েন করায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে জেনারেল জ্যাকসন মার্কিন সেনার কোনও সাধারণ সদস্য ছিলেন না।

বাংলাদেশি গোয়েন্দাদের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সিএসআর জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে ছিলেন তিনি। সরকারি ভাবে তিনি 'ব্যবসায়িক সফরে' এসেছিলেন। ২৭ আগস্ট তিনি ওয়েস্টিন হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি কেন এসেছিলেন, কী করছিলেন, কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, হোটেল থেকে ঢাকার কোন কোন জায়গায়. গিয়েছিলেন এই সকল প্রশ্নের জবাব এখনও অস্পষ্ট।

দিল্লি সহ উত্তর ভারতে প্রবল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হিমাচলে ভূমিধসে মৃত ৫, একাধিক জেলায় লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি/শিমলা, ৩ সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে টানা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে আজ সকালে যমুনা নদীর জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে পৌঁছেছে ২০৬.৮ মিটার।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিচু এলাকাগুলির বাসিন্দাদের সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং পুরনো রেল ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ ভার্মা আজ সকালে আইটিও ব্যারাজ পরিদর্শন করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছে, আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।' তিনি জানান, গত ছয় মাসে সরকার যমুনার জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং নতুন চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আজ সন্ধ্যা থেকে জলস্তর কমতে শুরু করবে।

ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ছত্তিশগড়, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, কঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও বিদর্ভ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

উত্তরাখণ্ড, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে আইএমডি।

আগামী সাত দিন দেশের পূর্ব ও মধ্য অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে টানা বর্ষণে কাংগ্রা, চাম্বা, মান্ডি ও কুল্লু জেলায় আজ লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধসের খবর মিলেছে।

মান্ডি জেলার সুন্দরনগরের জুঙ্গমবাগ এলাকাতে পাহাড় ধসে দুটি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এই ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে।

বর্তমানে রাজ্যের ৪টি জাতীয় সড়ক ও ১,৩৩৪টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ২,১৮০টি বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মার এবং ৭৭৭টি পানীয় জল প্রকল্প কাজ করছে না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে চাম্বা, কাংগ্রা, কুল্লু, সোলান ও শিমলা জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বন্যা ও ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে জরুরি ত্রাণের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

বিশেষ প্রধান সচিব (রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) অরবিন্দ কুমার জানিয়েছেন, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কমারেড্ডি, মেদক, নিরমল, আদিলাবাদ, নিজামাবাদ, কুমারাম ভীম অসিফাবাদ এবং রাজান্না-সিরসিলা জেলাকে ১০ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। বাকি ২৬টি জেলা পাবে ৫ কোটি টাকা করে।

এই অর্থ ব্যবহার করা হবে রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, কজওয়ে সংস্কার এবং পানীয় জলের সরবরাহ পুনরুদ্ধারে। তবে এই অর্থ মৃত্যুজনিত বা ফসল ও গবাদি পশুর ক্ষতির জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।

সরকার মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করেছে।উল্লেখ্য, গত মাসের ২৫ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ভারী বর্ষণে এই জেলাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে রাজ্যে ২৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেখানে ৮টি জেলা 'অত্যধিক বৃষ্টি' এবং ১০টি জেলা 'বেশি বৃষ্টি' পেয়েছে।

নতুন ওষুধ ও ক্লিনিকাল ট্রায়াল নিয়মে সংশোধন আনছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক, সহজ হবে লাইসেন্স প্রক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: নতুন ওষুধ ও ক্লিনিকাল ট্রায়াল সংক্রান্ত নিয়ম আরও সহজ এবং ব্যবসা-বান্ধব করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ২০১৯ সালের নিউ ড্রাগস এন্ড ক্লিনিক্যাল ট্রিয়ালস রুলস -এ সংশোধন এনে লাইসেন্স প্রক্রিয়া ও আবেদন জমার নিয়ম সরল করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি ভারতের রাষ্ট্রীয় গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন অনুযায়ী, টেস্ট লাইসেন্স পদ্ধতিকে রূপান্তর করা হবে একটি নোটিফিকেশন ও ইনটিমেশন সিস্টেমে। এর ফলে আবেদনকারীদের আর লাইসেন্স অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। বরং, তাঁরা কেবল কেন্দ্রীয় লাইসেন্সিং অথরিটি-কে অবহিত করলেই ক্লিনিকাল ট্রায়ালের কাজ শুরু করা যাবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, লাইসেন্স প্রক্রিয়ার সময়সীমাও বর্তমান ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৪৫ দিন করা হবে। এর ফলে আবেদন প্রক্রিয়ার গতি বাড়বে এবং মোট লাইসেন্স আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পাবে।

মন্ত্রকের দাবি, এই ধরনের নিয়ন্ত্রক সংস্কার দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ও ক্লিনিকাল গবেষণা খাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা করবে। এছাড়া, ভারতকে একটি আন্তর্জাতিক ফার্মা ও ক্লিনিকাল রিসার্চ হাবে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন শিল্পমহল ও গবেষকরা। তাঁরা মনে করছেন, এতে ভারতের ওপর বিদেশি বিনিয়োগ ও গবেষণার আগ্রহ আরও বাড়বে।

পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, মৃত ৩০, ক্ষতিগ্রস্ত ৩.৫৪ লাখ মানুষ

চণ্ডীগড়, ৩ সেপ্টেম্বর: পাঞ্জাব রাজ্য বর্তমানে সাম্প্রতিক দশকের অন্যতম ভয়াবহ ও ব্যাপক বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনো পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩.৫৪ লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্যজুড়ে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার হেক্টরের বেশি জমির ফসল জলে ডুবে নষ্ট হয়েছে, এবং শত শত গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কারণ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত জেলার জেলা প্রশাসকরা সতর্কবার্তা জারি করে সতলুজ, রাভি ও বেয়াস নদী এবং তাদের উপনদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আবহাওয়া দফতর আজকের জন্য 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছে, যেখানে কিছু কিছু জেলায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেযেগুলির অনেকগুলি ইতিমধ্যেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত।নদীগুলির জল উপচে পড়া, টানা বর্ষণ এবং বাঁধ থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ার কারণে পাঞ্জাবের ২৩টি জেলার সবকটিই এখন বন্যার কবলে। এর মধ্যে গুরদাসপুর জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, যেখানে ১.৪৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এরপরই রয়েছে অমৃতসর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা ও পাঠানকোট জেলা। মানসা, কপুরথলা ও তারণ তারণ জেলাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাজ্যের রাজস্ব, পুনর্বাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী হারদীপ সিং মুন্ডিয়ান জানিয়েছেন, ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ যথাসময়ে এবং ব্যাপক পরিসরে চালানো হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি পাঞ্জাববাসীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং বলেছেন, "এই সংকটের সময়ে হরিয়ানা পাঞ্জাবের পাশে রয়েছে।"

রাজ্যের মানুষ এবং প্রশাসন একসঙ্গে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের জন্য খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

কোয়েটায় বিএনপি জনসভায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত ১৪, আহত ৩৫ জন

কোয়েটা, ৩ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টি -র এক জনসভায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৪ জন নিহত এবং ৩৫ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' এই খবর জানিয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শাহওয়ানি স্টেডিয়ামের কাছে এই বিস্ফোরণ ঘটে, ঠিক সেই সময়ে যখন বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা সরদার আতাউল্লাহ মেঙ্গলের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই বিস্ফোরণটি বিএনপি প্রধান আখতার মেঙ্গলের কনভয় লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল। তবে মেঙ্গল অক্ষত রয়েছেন।

বেলুচিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বখত মুহাম্মদ কাকার জানান, নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই বিএনপি-র সদস্য। কোয়েটার সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহতরা, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বিএনপি মুখপাত্র সাজিদ তারিন জানান, "আখতার মেঙ্গলের গাড়ি যাওয়ার ঠিক পরেই একটি প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আমাদের ১৩ জন সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হন।" বিস্ফোরণের ধরন নিয়ে তদন্ত চলছে। এটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ না ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনার পর কোয়েটা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিস্ফোরণের পর এক্স-এ পোস্ট করে নিজের নিরাপদ থাকা নিশ্চিত করেছেন আখতার মেঙ্গল। তিনি লেখেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিরাপদে আছি। কিন্তু আমাদের সহযোদ্ধাদের মৃত্যুতে হৃদয়ভাঙা। প্রায় ১৫ জন শহিদ হয়েছেন এবং বহুজন আহত। তাদের এই আত্মত্যাগ আমি কখনও ভুলব না। আল্লাহ তাঁদের জান্নাত দান করুন ও পরিবারকে ধৈর্য্য দিন। এটা আমার কাছে ঋণের মতো, যা আমি দায়িত্বের সঙ্গে বহন করব।"

বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মীর সরফরাজ বুগতি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, "এটি একটি কাপুরুষোচিত হামলা, শান্তি বিঘ্নকারী শক্তিরা এই ধরনের কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা গোটা অঞ্চলে ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায়।" মুখ্যমন্ত্রী আহতদের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দোষীদের শীঘ্রই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হামলার তদন্তে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কোয়েটা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।শারজাহতে ২০২৫-এ ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনালের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস, প্রথমবার আয়োজিত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে

শারজাহ, ৩ সেপ্টেম্বর: আগামী বছর সেপ্টেম্বর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ শহর আয়োজিত হতে চলেছে ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনালের ১৮তম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস। ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যার ভেন্যু নির্ধারিত হয়েছে শারজাহ এক্সপো সেন্টারে। এই প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই কংগ্রেস।

এবারের সম্মেলনে ৭০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীরা যোগ দেবেন। মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, পেশাগত ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, আইনি অধিকার, কর্মসংস্থান এবং সমাজে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হবে আলোচনা ও মতবিনিময়।

এই কংগ্রেসে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে, যা একটি অধিক ন্যায়সংগত সমাজ গঠনে সহায়ক। এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেই প্রচেষ্টারই অংশ, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও পেশাগত অন্তর্ভুক্তিকে জোরদার করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০টিরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং গড়ে কম আয়ু---এই তিনটি ক্ষেত্রেই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীরা সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কায় অধিকতর বিপন্ন। এই পটভূমিতে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০২৫ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবেযেখানে বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি সমর্থনকারী আইন ও নীতিমালার পক্ষে জোরালো প্রচার চালানো হবে।সম্মেলনের মুখ্য বার্তা থাকবে'সবার জন্য স্বাস্থ্য ও মর্যাদা'। এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকে টেকসই উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানানো হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির পথে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ বর্তমান, তা মোকাবিলায় এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আয়োজকেরা।

ডিএমকে নেতার অভিযোগ: মোদীর নীতির কারণে জ্বালানি ও ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি, ট্রাম্প উপদেষ্টার 'ব্রাহ্মণ শোষণ' মন্তব্য উদ্ধৃতি

চেন্নাই, ৩ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ডিএমকে-র উপসাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ এ রাজা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা পিটার নাভারোর একটি সাক্ষাৎকারকে উদ্ধৃত করে এ রাজা অভিযোগ করেন, 'মোদি ও যুদ্ধ' এবং 'ব্রাহ্মণ শোষণ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে নাভারো ভারতের বর্তমান অবস্থা এবং আমেরিকার ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্কের ন্যায্যতা তুলে ধরেছেন।

এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ রাজা বলেন, "পিটার নাভারো আমেরিকার একটি চ্যানেলে বলেছেন, 'মোদি ইউক্রেনে যুদ্ধ করছেন' এবং 'ভারতে ব্রাহ্মণরা মাটিকে শোষণ করছে'। এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার, মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও আন্তর্জাতিক অস্থিরতা বাড়াচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "২০১৪ সালে মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন ক্রুড অয়েলের দাম ছিল ১০৮ ডলার প্রতি ব্যারেল, আর পেট্রোল-ডিজেলের দাম ছিল ৭০ টাকা। কিন্তু ২০২৩-২৪ সালে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নেমে আসে ৮০ ডলারে, তখনও জ্বালানির দাম ১০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে যায়। কেন এই বৈষম্য?"

এ রাজা সংসদে আগেই মোদী-অমিত শাহের বিরুদ্ধে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, "আমি বলেছিলাম, দু"জন দেশ বিক্রি করছে, আর দু"জন কিনছে। মোদী ও অমিত শাহ বিক্রি করছেন, আর আম্বানি ও আদানি কিনছেন। আজকের ৫০ু ট্যারিফ তারই প্রমাণ।"

এই ৫০ শতাংশ ট্যারিফের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তিরুপুরে ডিএমকে ও তাদের জোটসঙ্গীরা বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করেন। অনেক কর্মী আধা-মোদি ও আধা-ট্রাম্প মুখোশ পরে অংশ নেন। প্ল্যাকার্ডে হিন্দিতে মোদী-ট্রাম্প বিরোধী স্লোগান লেখা ছিল।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আপনি ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন। আজ তাঁর নীতির ফলে ডলার সিটি তিরুপুর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল গুজরাটের রিফাইনারিগুলিকে সস্তায় দিতে গিয়ে আপনি তিরুপুরের রফতানিকারকদের বঞ্চিত করছেন। এতে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়েছে।"

স্টালিন সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ লেখেন, "তিরুপুরে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোটের প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল ব্যাপক সফল। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।"

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: বোধজংনগর শিল্পনগরীতে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নবম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য শিবির ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মঙ্গলবার বোধজংনগর শিল্প নগরীতে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাদের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উদ্যোগ ভবনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ২০২৫ সালে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে চমৎকার ফলাফল অর্জনকারী কারখানার শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআই ডিসির চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রাণগোপাল সাহা সহ অন্যান্যরা।

মধ্যপ্রদেশে ব্যাঙ্ক ডাকাতি: ৫ কোটির সোনা ও ৮ লক্ষ টাকা লুট, ৫ জন গ্রেপ্তার

উজ্জয়িন, ৩ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি শাখায় ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ডাকাতি। শহরের মহানন্দা নগর এলাকার শাখা থেকে প্রায় ৪ কেজি ৭০০ গ্রাম সোনা ও ৮ লক্ষ টাকা নগদ লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই চুরি ঘটে ১ ও ২ সেপ্টেম্বর রাতের মাঝামাঝি, রাত আনুমানিক ২:৩০ নাগাদ। পুলিশ জানিয়েছে, ডাকাতেরা ব্যাঙ্কের লকার ভাঙেনি, বরং মাত্র ৩৫ মিনিটে সম্পূর্ণভাবে লুটপাট করে পালিয়ে যায়। উক্ত সোনা ছিল ব্যাঙ্কে গোল্ড লোনের বিনিময়ে জমা দেওয়া গহনা।

পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, চুরির মূলচক্রী ব্যাঙ্কেরই এক আউটসোর্সড কর্মচারী, যার নাম জয় ভাস্বর ওরফে জিশান। ছয় মাস আগে তাকে ঐ শাখায় নিয়োগ করা হয়েছিল। তার সঙ্গে আরও চারজন অভিযুক্তআব্দুল্লাহ, সাহিল, আরবাজ ও কোহিনূরএই অপরাধে জড়িত।

উজ্জয়িনের পুলিশ সুপার প্রদীপ শর্মা জানান, প্রথমে ব্যাঙ্ক কর্মীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে জিশান নিজেই পুরো ঘটনার কথা স্বীকার করে নেয় এবং তার ভিত্তিতেই অপরাধের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচজনকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

জিশান জানায়, আগের মাসেই তারা ব্যাঙ্কের রেকি করে রেখেছিল। তারা জোর বৃষ্টির রাতের জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে আশেপাশে কেউ না থাকে। চুরির পর পাঁচজন একটি হোটেলে গিয়ে লুটের মাল ভাগ করে নিয়ে যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেয়।প্রদীপ শর্মা আরও জানান, জয় ভাস্বর কিছুদিন আগে ইউটিউবে ভিডিও দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং নাম পরিবর্তন করে জিশান রাখে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, তার এই ধর্মান্তরের সঙ্গে চুরির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না। পুলিশ বর্তমানে মামলার বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে এবং চুরি যাওয়া সোনা ও নগদের পূর্ণ উদ্ধার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

লাইন্স ক্লাবকে উন্নতমানের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ সেপ্টেম্বর:কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরোজিৎ সিনহা বিধায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাবকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছেন। আজ ৫৩ কৈলাশহর বিধানসভার বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে জনসেবার স্বার্থে কৈলাশহরের লাইন্স ক্লাবকে একটি উন্নত মানের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ার ম্যান মোঃ বদরুল জামান, মহকুমা শাসক শ্রী বিপুল দাস, ক্লাব সম্পাদক ভাস্কর ধর, ক্লাব সভাপতি প্রান্তুষ রায়, প্রাক্তন সভাপতি সুপ্রিয় দেব রায় সহ আরো অনেকেই।ক্লাবের তরফে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। এরপর বিধায়ক শ্রী সিনহা ক্লাবের সদস্যদের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ওজন বৃদ্ধি, হঠাৎ মাইগ্রেনও হার্ট অ্যাটাকের পূর্বলক্ষণ?

তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইদানীং বাড়ছে হৃদ্রোগ। খুব কম বয়সেও করাতে হচ্ছে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি। হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে আচমকা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে এমন ঘটনা বিস্তর ঘটেছে। নাচতে গিয়ে, জিমে শরীরচর্চার সময়ে, এমনকি বসে থাকার সময়েও আচমকা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এর একটা মূল কারণ বংশগত, তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অবশ্যই জীবনযাপনের পদ্ধতি। স্থূলত্ব, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বাইরের তেল-মশলা দেওয়া খাবার খাওয়ার অভ্যাস, দীর্ঘ ক্ষণ বসে কাজ করা এই সব কিছুই হার্টকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

হার্টের চিকিৎসক দিলীপ কুমার জানাচ্ছেন, হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ প্রকাশ পায় অনেক আগে থেকেই। এমনও দেখা গিয়েছে, মাসখানেক আগে থেকেই কিছু কিছু উপসর্গ ফুটে উঠেছে। কিন্তু, সচেতন না থাকার কারণে তা-ই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় এক সময়ে।

কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে?

১) হঠাৎ করে ওজন বৃদ্ধি হতে শুরু করবে। এই বিষয়ে মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার জানাচ্ছেন, অনেকেই বুঝতে পারেন না, স্থূলত্ব বা ওবেসিটি কিন্তু বিপদ বাড়িয়ে তোলে। ওজন অস্বাভাবিক বাড়তে শুরু করা, সেই সঙ্গে হজমের গোলমাল, ঘন ঘন অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা জানান দেয়, হার্টের অবস্থাও খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

২) শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা যদি ঘন ঘন হতে থাকে, তা হলে সাবধান হতে হবে। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হার্টে কম পৌঁছলে তখন শ্বাসের সমস্যা বেশি হয়। আবার ধমনীতে কোনও ব্লকেজ হলেও এমন হতে পারে। হাঁপানি বা সিওপিডি না থাকা সত্ত্বেও যদি শ্বাসকষ্ট মাঝেমধ্যেই হয়, তা হলে চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে।

৩) মাইগ্রেন বা মাথাব্যথার সমস্যা যদি আচমকা হানা দেয়, তা হলেও এক বার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভাল। চিকিৎসক অরুণাংশু জানাচ্ছেন, অনেক হার্টের রোগীই বলেছেন তাঁদের লাগাতার এক মাস ধরে মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার পরে বুকে, কাঁধে ও হাতে ব্যথা শুরু হয়। মনে হত, বুকে যেন পাথর চেপে বসে আছে। রাতে শোয়ার সময়েও চিনচিনে ব্যথা করত। এগুলিও হৃদ্রোগের পূর্বলক্ষণ হতে পারে।

৪) ঠান্ডা ঘরে বসেও যদি দরদর করে ঘাম হয়, তা হলে তা রক্তচাপের সমস্যার লক্ষণ তো বটেই, হার্টের রোগও বাসা বাঁধছে কি না তা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। চিকিৎসকের কথায়, রাতে শুয়ে যদি দেখেন, সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তা হলে দেরি করবেন না। হার্টের রোগ হলে ঘুমের সমস্যাও দেখা দেয়। রাতে শুলেই অস্বস্তি হবে, এমনকি অনিদ্রাও দেখা দিতে পারে।

৫) হঠাৎ করেই হাত-পা ফুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিস বা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা নেই, কিন্তু তা-ও দেখছেন হাত-পা ফুলে যাচ্ছে। আসলে কোষে কোষে অতিরিক্ত ফ্লুইড বা তরল জমা হওয়ার কারণে এমন হতে পারে, যা হৃদরোগের অন্যতম বড় লক্ষণ।

৬) মাথা ঘোরা, বমি ভাব, আচমকা অজ্ঞান হয়ে গেলে তা স্বাভাবিক বলে এড়িয়ে যাবেন না। অনেকেই ভাবেন, অম্বলের সমস্যার জন্য এমন হচ্ছে। কিন্তু, তা না-ও হতে পারে। হার্টে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছলে তখন তার প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কেও। ঘন ঘন "প্যানিক অ্যাটাক" হতে পারে রোগীর।

৭) ঠান্ডা না লাগলেও শুকনো কাশি সারবে না। কাশির সঙ্গে মিউকাস উঠে আসবে। সামান্য পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে পড়বেন এবং কাশি শুরু হবে। এমন লক্ষণ দেখা দিলে সাবধান হতে হবে।

ইয়োগা বা যোগব্যায়াম নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

মরিয়ম সুলতানা

ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মুখে একটি কথা সবসময় শোনা যায় - ইয়োগা কেবল ব্যায়াম না, এটি সাধনা। সাধারণ দৃষ্টিতে ইয়োগাকে শারীরিক ব্যায়াম বা কসরত মনে হলেও বিষয়টি প্রকৃত অর্থে সে রকম নয়। এর সাথে মানসিক যোগসূত্র প্রবল বলে মনে করেন ইয়োগা প্রশিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা। এই বক্তব্যের পেছনে তাদের যুক্তি হল, ব্যায়াম মানে মোটাদাগে শরীরচর্চাকেই বোঝায়। কিন্তু ইয়োগা শুধু শরীর না, মনকেও স্থির করতে সাহায্য করে।

সেই সাথে, নিয়মিত ইয়োগা মানুষক বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য পেতেও সহায়তা করে। এই ইয়োগা নিয়ে অনেকের কৌতুহল রয়েছে। তারা বুঝতে চান, ইয়োগা আসলে কী? জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করা ও ইয়োগার মাঝে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? কিংবা ইয়োগা করলে আসলেই ওজন কমে কিনা।

প্রতিবছর ২১শে জুন বিশ্ব ইয়োগা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক একটি স্বীকৃত দিবস, যার সূচনা হয়েছিল ২০১৫ সালে।

এই ১০তম ইয়োগা দিবসের প্রতিপাদ্য হল, 'ইয়োগা ফর সেলফ অ্যান্ড সোসাইটি', অর্থাৎ 'নিজের ও সমাজের জন্য যোগব্যায়াম।'

ইয়োগা আসলে কী?

'ইয়োগা' মূলত সংস্কৃত শব্দ। বাংলায় যার অর্থ 'যোগ', এর অর্থ সমন্বয় সাধন করা বা গ্রন্থিভুক্ত করা। কিন্তু কিসের সমন্বয় সাধন? বাংলাদেশি লেখক রণদীপম বসু তার 'ইয়োগা সুস্থতায় যোগচর্চা' বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে দেহযন্ত্রগুলোর কর্মক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ পরিচর্যার মাধ্যমে মনোদৈহিক সম্পর্ক সূত্রগুলোকে প্রকৃতিগতভাবেই একাত্ম করাই হল সমন্বয় সাধন। এই পুরো বিষয়টিকে যদি আরও সহজভাবে বলি, তাহলে যা দাঁড়ায় ব্যক্তির মন ও শরীরকে শরীরচর্চার মাধ্যমে একসূত্রে গাঁথা বা যুক্ত করাকেই বলে যোগ বা ইয়োগা।

ইয়োগা আরও দু'টি নামে বহুল পরিচিত। যথা: যোগাসন ও যোগব্যায়াম। কিন্তু "ইয়োগা"কে খণ্ডিত অর্থে শুধুমাত্র যোগ-ব্যায়াম না বলে একটি অতি বাস্তব ও প্রায়োগিক দর্শন হিসেবে দেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন লেখক রণদীপম বসু। "যোগ-ব্যায়াম হচ্ছে তার (দর্শনের) একটা অংশ মাত্র। তাই বলা যায়, সব যোগ-ব্যায়ামই মূলত ইয়োগা, কিন্তু ইয়োগা মাত্রেই যোগ-ব্যায়াম নয়, আরও বেশি কিছু" বইতে তিনি লেখেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে ভারতীয় আর্যঋষি পতঞ্জলিকে আধুনিক যোগশাস্ত্রের জনক বলে ধরা হয়। তার মতে, "ইয়োগা বা যোগসাধনা প্রচলিত বা উদ্দেশ্যহীন জাগতিক কর্মপ্রবাহে নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রয়োজনীয় সামর্থ অর্জনের লক্ষ্যে গুরুগৃহে শুধুমাত্র কিছুক্ষণ আসন বা শরীরচর্চা করা নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ইয়োগা হচ্ছে নিহিত লক্ষ্য নিয়ে দেহ মন ও আত্মশক্তিকে উৎকর্ষতায় উন্নীত করার একটি কার্যকর মাধ্যম। পতঞ্জলি যোগসাধনাকে মোট আটটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন, যেগুলোর পর্যায়ক্রমিক অনুশীলন করলে একটি উন্নত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব বলে তিনি প্রস্তাব করেন। ইয়োগা'র উদ্ভব কোথায়? রণদীপম বসু তার বইতে লিখেছেন, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতায় বা তারও আগে থেকে ইয়োগার অস্তিত্ব ছিল। এই বিষটি আরও নিশ্চিত হওয়া যায় ওই সময়ের ইয়োগা- আসনের প্রত্ন- নিদর্শন থেকে। সেই সাথে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতার মতো শাস্ত্রীয় পুরাণগুলোতেও এর উল্লেখ আছে। তবে এই সাধনার সূত্রপাত প্রাচীন ভারতে হলেও সময়ের বিবর্তনে এর চর্চা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বহুবিধ ধারায় বিভক্ত হয়ে গোটা বিশ্বে পৌঁছে গেছে। সাথে যোগ হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সূত্র। যেমন: জুডো, ক্যারাটে, সু, জুজুৎসু, কুংফু, মার্শাল আর্ট বা সম্মোহন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মেডিটেশন, হিলিং, কোয়ান্টাম মেথড, যোগব্যায়াম ইত্যাদি। আসলে এই সবকিছুরই মূল লক্ষ্য শরীর, মন ও শক্তির মাঝে ভারসাম্য রাখা।

ইয়োগা করে কী কী লাভ হয়?

ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলে থাকেন, ইয়োগা করলে নানা ধরনের রোগ-বালাই থেকে নিরাপদ থাকা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম খেত্রাপাল সিং-এর --ডব্লিউএইচও-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধেও এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। তিনি লেখেন, "ইয়োগা অনুশীলন করলে দেহ ও মন, এমনকি মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়। এটি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনে সাহায্য করে।" বাংলাদেশি ইয়োগা প্রশিক্ষক নায়লা বাশার জানান, ইয়োগা করলে হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করে তোলে। "দেহের সব অংশে এটি কার্যকর। তবে কেউ যদি মনে করে, আজকেই ইয়োগা করে সব এচিভ করে ফেলবো, কিচ্ছু হবে না। কারণ এটা সাধনার ব্যাপার" তিনি বলেন।

তার মতে, কেউ যদি ধৈর্য ধরে এবং মন থেকে নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলন করেন, তাহলে তাদেরকে বিষন্নতা ততটা ছুঁতে পারে না। সেইসাথে, শরীরের বিভিন্ন ব্যথারও উপশম করা সম্ভব। বাংলাদেশের আরেক ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানিও একই কথা বলেন। তার ভাষায়, "আমাদের দেহ একটা মেশিনের মতো। তাকে মুভমেন্টের মাঝে রাখলে সে ভালো থাকে।" এক্ষেত্রে তারা দু'জনই বিশেষভাবে নারী স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নায়লা বাশার বলেন, "মেনোপজ শুরু হলে অনেক অসুবিধা শুরু হয়, যা ছেলেরা বুঝে না। আমরা মনে করি, আমি মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আর হয়তো কোনোদিন আমায় আমার হাজব্যান্ডের সাথে ভালো লাগবে না। আমি বাইরে যেতে পারবো না। তখন ঘুম আসে, শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দেই।" কিন্তু নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলনে সেটি অনেকাংশেই কেটে যায় ও রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তিনি জানান। এর বাইরে অনেক নারীই আছেন, যারা পিরিয়ডের সমস্যায় ভুগেন। এ বিষয়ে এই প্রশিক্ষকের বক্তব্য, "একটু ধৈর্য ধরে আসনগুলো করলে পিরিয়ডের সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যায়, ঔষধ ছাড়াই।" এর বাইরে নিয়মিত এই চর্চার সাথে জীবন-যাপন করলে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়ে। মোট কথা, "শরীরের ইমিউন সিস্টেম অনেক স্ট্রং থাকে," বলেন মিজ রাব্বানি।

ইয়োগা ও জিমের মাঝে প্রধান পার্থক্য কী? আমাদের চারপাশের অনেকে ধারণা, ইয়োগা ও জিম পরস্পরের প্রতিপক্ষ। কিন্তু বিষয়টি আদতে তেমন? ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মতে, একদমই না। বরং, এই দু'টোকেই পাশাপাশি করার পরামর্শ দেন তারা।

তবে ইয়োগা ও জিমের কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। জিম করলে দ্রুত ওজন ঝরিয়ে ফেলা যায়। "কিন্তু জিম আপনার শরীরকে যত তাড়াতাড়ি কমাবে, তত তাড়াতাড়ি ফ্যাটও করবে। ইয়োগা ছেড়ে দিলে মোটা হয় না, বলেন মিজ বাশার।

জিমের পাশাপাশি ইয়োগাও করা উচিৎ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইগোয়া মনের শান্তি আনে এবং "ফিটনেস ও গ্লোয়িং ফেইস" ধরে রাখতে সাহায্য করে। তবে মিজ রাব্বানি বলেন, "জিম ও ইয়োগা, দু'টোই শরীরের জন্য ভালো। কারণ একটি জিনিস করতে করতে শরীর অভ্যস্ত হয়ে যায়। শরীর সাড়া দেয় না।" "নারীদের বয়স চল্লিশের বেশি হলে মাংসপেশী ক্ষয় হওয়া শুরু হয়। মেনোপজে গেলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় এবং আরও বেশি 'মাসল লস হয়'। সেজন্য মেয়েদের জন্য জিম করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে আমাদের হাড় মজবুত থাকে তিনি যোগ করেন। তবে জিমের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আছে। অনেকে আছেন, যারা হার্টের রোগী। তাদের জন্য জিমের ভারী ব্যায়াম করাটা হিতে বিপরীত হতে পারে। "সেজন্য সবার জন্য জিম না। জিমে লাফালাফি করতে গেলে হার্টে চাপ দেয়। কিন্তু ইয়োগা একটু ধীর, স্থির গতি মেনে করা হয় বলে এটা তাদের জন্য ভালো," বলেন মিজ বাশার। ইয়োগা'র কোনও বয়স বা সময় আছে? ১০ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ নারী-পুরুষ, কেউ চাইলেই ইয়োগা শুরু করতে পারেন। ইয়োগা শুরু করার জন্য যা লাগে, তা হল- ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য, অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা।

দৈনিক এক ঘণ্টা করে ইয়োগা করা শরীরের জন্য ভালো এবং ভোরবেলার ইয়োগা খুব বেশি উপকারী। "ঘরের মাঝে ইয়োগা না করে বাইরে করা ভালো, এটা প্রাকৃতিক। সকালের ঐ প্রাকৃতিক বাতাস মুখে লাগলে যে উপকারিতা পাওয়া যাবে, তা অন্যকিছুতে পাওয়া যাবে না," মিজ বাশার অলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ঢাকায় খোলা স্থানে শরীরচর্চা করাটা বেশ কঠিন। তাছাড়া, অনেকেই আছেন, যাদের সকালে অফিস থাকে এবং অফিস শেষ করে এসে বাইরে বের হতে পারেন না। তাদের কথা ভেবে আনিকা রাব্বানি জানান, যেকোনও সময় ইয়োগা অনুশীলন করা যায়। "কিন্তু আইডিয়ালি খালি পেটে ইয়োগা করা বেটার," যোগ করেন তিনি। তাদের মতে, দৈনিক একাধিকবারও ইয়োগা অনুশীলন করা যায়।

ইয়োগা করলে ওজন কমে?

ওজন কমানোর উপায় জানা নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই এবং অনেকে মনে করেন, ইয়োগা অনুশীলন করে ওজন কমানো যায় না। তবে বাস্তবে এই ধারণা সঠিক নয়। ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানি বলেন, "ইয়োগা করে ওজন কমানো যাবে। কিন্তু একটা বার্গার, এক বাটি পোলাও খেতে পারবেন না।" "বেশি খেলে ওজন কমবে না, পাঁচ ঘণ্টা ব্যায়াম করলেও না। সেক্ষেত্রে জিম নাকি ইয়োগা, সেটার ওপর এটি নির্ভর করবে না। ওজন কমানো নির্ভর করে ৭০ ডায়েট, ৩০ ব্যায়ামের ওপর," তিনি বলেন। এ বিষয়ে নায়লা বাশারও বলেন যে "বাইরে পোলাও খেয়ে যদি বলে ওজন কমছে না, তাহলে লাভ নাই। ইয়োগার জন্য শ্রম দিতে হয়, ইয়োগা জিমের থেকে টাফ।"

তিনি মনে করেন, কেউ যদি ইয়োগা অনুশীলনের মাধ্যমে ওজন কমাতে চায়, তাহলে তাকে অন্তত ছয় মাসের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সুষম ও পরিমাণমাফিক খাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োগা'র জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?

অনেকে সময়ের অভাবে বা টাকার কথা বিবেচনা করে ইয়োগাশালায় গিয়ে ইয়োগা করেন না। তারা হয় ইউটিউব দেখে দেখে একা একা ইয়োগা করেন। অথবা, অনলাইনে কোনও ইয়োগা সেন্টারের সাথে জুমে সেশন করেন। কিন্তু এর কোনোটাতেই খুব বেশি মাত্রায় উপকার হয় না। ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলেন, ইয়োগা আসলে গুরুমুখী শিক্ষা। অনেকটা ঐ নাচ শেখার মতো। একবার আয়ত্বে এসে গেলে একা একা ঘরে বসে অনুশীলন করা যায়। ইয়োগাকে আনিকা রাব্বানি বলেন, "ইয়োগা গুরু-শিষ্য পরম্পরা।" "একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে থেকে ইয়োগা শেখা উচিৎ। নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা শেখা হয় না। আমি আমার জুমের শিক্ষার্থীদের বলি, ইয়োগা শেখা হচ্ছে না," তিনি যোগ করেন। "আমি এনাটমি শিখেছি। ফিমেল পেলভিস যে কতটা জটিল, সেটাও শিখেছি। এগুলো যদি ঠিকভাবে না বুঝে, তাহলে সমস্যা হয়।" তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "একজন গর্ভবতী নারী যদি প্রশিক্ষকের কাছে না গিয়ে নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে যায়।" "স্কুলে না গিয়ে পড়াশুনা করা যায়? হয়তো করে অনেকে। কিন্তু স্কুলের মতো ইয়োগাশালাতে গিয়ে ইয়োগা শেখাটা পুরোপুরি ভিন্ন।"

ইয়োগা কিভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশর সংস্কৃতিতে ইয়োগা অনেক আগেই মিশে গেলেও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে খুব বেশিদিন হয়নি। মূলত, ২০১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘের সেই অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার হল ইয়োগা। এটি আমাদের দেহ, মন ও কর্মকে সমন্বয় করেএটি এমন এক পদ্ধতি, যা আমাদের শরীর ও আমাদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য মূল্যবান।

পা জুড়ে কালচে দাগ পছন্দের পোশাক পরতে পারছেন না, ঘরোয়া টোটকায় হতে পারে সমাধান

হাঁটুঝুলের পোশাক পরার শখ থাকলেও পরতে পারছেন না? কারণ, পা জুড়ে ছোট-বড় কালচে দাগ? দুই হাঁটুও কালো? অনেক সময় বেশি রোদের জন্য এমনটা হয়। কারও পায়ের পাতা কালো হয়ে যায়। কারও আবার হাঁটুতেও কালচে ভাব থাকে।

তবে শুধু রোদ নয়, আরও নানা কারণে পায়ে কালচে দাগছোপ হতে পারে। অনেক সময় অতিরিক্ত মেলানিন জমে এই সমস্যা হয়।

আবার হরমোনের ভারসাম্যের অভাব হলেও পায়ে কালচে ছোপ দেখা দিতে পারে। পায়ে কেটে-ছড়ে গেলে সেখান থেকেও দাগ হয়ে যায়।

সমস্যা যদি হরমোনের ভারসাম্যের অভাবে বা মেলানিন সঞ্চিত হয়ে বা কোনও শারীরিক কারণে হয়, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে যদি পায়ের অযত্নে, রোদের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে কালচে ভাব দেখা যায়, তা হলে ঘরোয়া উপাদানে ভরসা রাখতে পারেন। সাধারণত, মুখ বা চুলের মতো পায়েরও যত্নআত্তি প্রয়োজন। সেই তালিকায় থাকা দরকার এক্সফোলিয়েশন, ময়েশ্চারাইজিংয়ের মতো ধাপ। পাশাপাশি, সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মি থেকে পায়ের ত্বক বাঁচাতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চিনি- এক্সফোলিয়েশনের ফলে ত্বকে জমে থাকা মৃত কোষ দূর হয়। পায়ের এক্সফোলিয়েশনের জন্য বেছে নিতে পারেন চিনি। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসাবে কাজ করে। ৪ চা-চামচ অলিভ অয়েলের মধ্যে ২ চা-চামচ চিনি মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি পায়ে লাগিয়ে আঙুলের সাহায্যে গোলাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালকা মালিশ করুন। তবে কোনও ভাবেই চাপ দেওয়া যাবে না। ৫-১০ মিনিট এ ভাবে মাসাজ করার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত ৪-৫ দিন এটি করলে, পায়ের কালচে ভাব দূর হবে। অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার ত্বক এবং চুলের জন্য অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার খুব কার্যকর। এটি প্রাকৃতিক ব্লিচের কাজ করে। রোদে পোড়া কালো দাগ তুলতে এটি কাজে আসে। তবে, এটি সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যাবে না। ৬ টেবিল চামচ জলে ২ টেবিল চামচ অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পায়ের যে সমস্ত জায়গায় কালো দাগ রয়েছে, সেখানে লাগিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। নিয়মিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে কালো দাগছোপ ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করবে।

লেবুর রস- দাগছোপ দূর করতে লেবুর রসও ভাল কাজ করে। এতে রয়েছে অ্যাসিডিক উপাদান। তবে সরাসরি ত্বকে লেবু ঘষা যাবে না। বরং কিছুটা জলে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। সেটি তুলোর সাহায্যে পায়ের কালো হয়ে যাওয়া অংশ বা দাগের উপর লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যালো ভেরা- পায়ের দাগ-ছোপ, প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে অ্যালো ভেরা। পায়ের যত্নে অ্যালো ভেরা নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালো ভেরা গাছের পাতা নিয়ে তা থেকে শাঁস বার করে সেটি কালচে ছোপের জায়গায় লাগিয়ে হালকা হাতে মালিশ করতে পারেন। আবার বাজারচলতি অ্যালো ভেরা জেলও ব্যবহার করা যায়। ১৫-২০ মিনিট অ্যালো ভেরা লাগিয়ে হালকা গরম জলে পা ধুয়ে নিন। নিয়মিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পায়ের জেল্লা ফিরবেই।

কফি- কালচে ছোপ তুলে ত্বকের জৌলুস ফেরাতে কফি বিশেষ সহায়ক। ২ চা-চামচ টক দইয়ের সঙ্গে ১ চা-চামচ কফি গুঁড়ো মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। পা পরিষ্কার করে এটি ব্যবহার করতে হবে। কিছু ক্ষণ হালকা হাতে মালিশ করে মিনিট পনেরো এটি পায়ে শুকোতে দিন। তার পর ধুয়ে ফেলুন।

ছাতুর শরবতে কোন শারীরিক সমস্যাগুলি চিরতরে দূরে চলে যাবে?

বাড়ন্ত বয়সে ছাতু খুবই স্বাস্থ্যকর খাবার। শারীরিক গঠন এবং কায়িক শক্তি পাওয়ার জন্য ছাতুর খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। যতই ডিম, মাছ, মাংস থাক, উপকারিতায় ছোলার ছাতুর সঙ্গে টেক্কা দেওয়া মুশকিলের। তাই খুদেকে রোজ ছাতুর শরবত খাওয়াচ্ছেন। তবে শুধু খুদে নয়, বড়দের জন্যেও এই পানীয় যথেষ্ট উপকারী।

কী কী উপকার হবে রোজ ছাতুর শরবত খেলে?

১) এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। তাই ছাতু হজমের জন্য খুবই ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেটের অন্য বহু সমস্যার সমাধান আছে ছাতুতেই। রোজ ছাতু খেলে গ্যাসের সমস্যা কমে।

২) ফাইবারের কারণেই ছাতু কোলেস্টেরল কমায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই চিকিৎসকেরা শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী অনেককেই নিয়মিত ছাতুর শরবত খাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। ৩) ছাতুতে প্রচুর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আছে। একই সঙ্গে এটি গ্লাইসেমিক ইনডেক্সে বেশ তলার দিকে। ফলে এটি রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। চিকিৎসকেরা তাই ডায়াবিটিসের রোগীদের ছাতুর শরবত খাওয়ার পরামর্শ দেন।

৪) ছাতুতে থাকা নানা ভিটামিন ও খনিজের কারণে এটি ত্বকের উপকার করে। নিয়মিত ছাতুর শরবত খেলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। তা ছাড়া চুলের পুষ্টিও হয়।

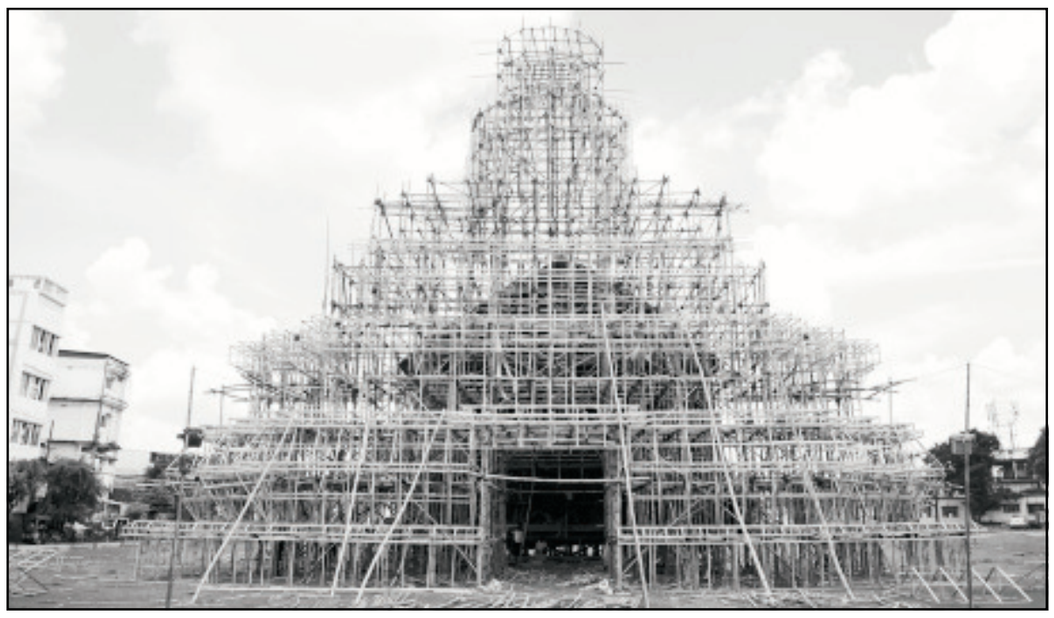

পুজোর আর মাত্র কিছুদিন বাকি। তাই ক্লাবে ক্লাবে চলছে প্যান্ডেল তৈরির চরম ব্যস্ততা। ছবি নিজস্ব।

পুরী সৈকতে প্রাণে রক্ষা পেলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক সমুদ্র উত্তাল থাকার পরও সতর্কবার্তা উপেক্ষা

পুরী, ৩ সেপ্টেম্বর: আজ ওড়িশার পুরী সমুদ্রসৈকতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন এক পর্যটক। উচ্চ ঢেউ এবং ক্রস কারেন্টে গভীর সমুদ্রের দিকে ভেসে যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই সতর্ক অবস্থানে থাকা লাইফগার্ডরা দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

উদ্ধার হওয়া পর্যটকের নাম প্রিয়ব্রত দাস, যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবার নিয়ে পুরীতে এসেছিলেন। সেক্টর ১২-র হোটেল বঙ্গলক্ষ্মীর সামনে তিনি স্নান করছিলেন। তখন প্রবল রিপ কারেন্টে তিনি গভীর জলে ভেসে যান। লাইফগার্ডরা তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে টেনে তোলেন ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দুই দিনের মধ্যে পূর্ণিমা হওয়ায় সমুদ্র এখন খুবই বিক্ষুব্ধ এবং বিপজ্জনক। এই সময়ে উচ্চ জোয়ারের ঢেউ ও রিপ কারেন্ট অত্যন্ত তীব্র থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও কিছু পর্যটক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর জলে নেমে পড়ছেন, যার ফলে প্রায়শই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। এর আগেও গত ২৩ আগস্ট পুরীর সেক্টর ৯-এর সৈকতে এক পর্যটক বাথ নেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজ পর্যটকের নাম বিকাশ চাঁদে, যিনি হায়দরাবাদ থেকে পরিবারের সঙ্গে পুরী এসেছিলেন। ওইদিন দুপুরে লাইটহাউসের কাছে স্নান করতে নেমে তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান।

ঘটনার পরপরই লাইফগার্ড ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। তবে প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের কারণে বহু চেষ্টার পরও বিকাশ চাঁদেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের তরফে আবারও সতর্কতা জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন সমুদ্র আরও উত্তাল থাকবে। পর্যটকদের অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন লাইফগার্ডদের নির্দেশ মেনে চলেন এবং সমুদ্রে নামার সময় সাবধানতা অবলম্বন করেন।

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সৈকতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার কথা ভাবছে প্রশাসন।

কেওনঝড়ে ১৭৪টি গরু উদ্ধার, ভদ্রকে পিকআপ ভ্যানে গোমাংস সহ ১৫ জন আটক

কেওনঝড়/ভদ্রক, ৩ সেপ্টেম্বর: ওড়িশার কেওনঝড় ও ভদ্রক জেলায় অবৈধ গবাদি পশু পরিবহন ও গোমাংস পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে ১৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

কেওনঝড় জেলার ঘাসিপুরা থানার অন্তর্গত টুকুনা হাট এলাকায় স্পেশাল স্কোয়াড টিম অভিযান চালিয়ে ২টি পিকআপ ভ্যান থেকে মোট ১৭৪টি গরু উদ্ধার করে। অভিযানে আরও একটি ক্রেটা গাড়িও আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই গরুগুলিকে অবৈধভাবে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পাচারকারীরা কোথায় এবং কার উদ্দেশ্যে এই গবাদি পশুগুলি নিয়ে যাচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ভদ্রক জেলায় জাতীয় সড়ক ১৬-এর এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এক পিকআপ ভ্যানে গোমাংস পাচারের অভিযোগে ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে গাড়িটিকে সন্দেহভাজন মনে করে থামিয়ে দেয় এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

জানা গেছে, পিকআপ ভ্যানটি বালাসোর জেলা থেকে ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, তখনই ভদ্রক রুরাল থানার পুলিশ গাড়িটি আটক করে। বর্তমানে ভদ্রক রুরাল থানায় আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ঘটনার পেছনে থাকা মূল চক্রের সন্ধানে তদন্ত জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, গরু পাচার ও গোমাংস পরিবহনের বিরুদ্ধে ওড়িশা পুলিশ সম্প্রতি কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরনের অভিযানে প্রশাসনের সক্রিয়তা বাড়ানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আরও অভিযান চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এপিডার 'ভারতী' উদ্যোগ চালু কৃষি-খাদ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে জোর, ১০০ স্টার্টআপকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত "ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সেক্টর স্টেকহোল্ডার্স মিটিং"-এর সাইডলাইনে ভারতের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নতুন এক রপ্তানি সহায়ক উদ্যোগ ভারতী চালু করেছে। ভারতী-র পূর্ণরূপ ভারতের হাব ফর এগ্রিটেক, রেজিলিয়েন্স, অ্যাডভান্সমেন্ট এবং ইনকিউবেশন ফর এক্সপোর্ট অ্যানাবলমেন্ট। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দেশের ১০০টি উদীয়মান অ্যাগ্রিটেক ও কৃষি-খাদ্য স্টার্টআপকে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করা, যাতে ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

উদ্যোগটি চালু করেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিদেশ বাণিজ্য মন্ত্রী থানি বিন আহমেদ আল জেউদি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। কেন্দ্রের বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগ ২০৩০ সালের মধ্যে এপিডার তালিকাভুক্ত পণ্যের রপ্তানি ৫০ বিলিয়নে উন্নীত করার লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ শুরু হতে চলা এই প্রকল্পের পাইলট ব্যাচে নির্বাচিত ১০০টি স্টার্টআপকে তিন মাসের এক্সেলারেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন, রপ্তানি প্রস্তুতি, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, বাজার প্রবেশ ও রপ্তানি সমস্যার সমাধানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জিআই-ট্যাগযুক্ত পণ্য, জৈব খাদ্য, সুপারফুড, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পশুপণ্য ও আয়ুষ পণ্য এই ধরনের উচ্চ-মূল্যবান পণ্যের উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়া হবে। এছাড়া এআই ভিত্তিক গুণমান নিয়ন্ত্রণ, ব্লকচেইন ট্রেসেবিলিটি, আইওটি কোল্ড চেইন, অ্যাগ্রি-ফিনটেক এবং টেক-সমর্থিত টেকসই প্যাকেজিং-এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি ভারত সরকারের আত্মনির্ভর ভারত, ভোকাল ফর লোকাল, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অভিযানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রপ্তানি চ্যালেঞ্জ যেমন পণ্যের দ্রুত পচন, মান সংরক্ষণ, মূল্য সংযোজন, পরিবহন সমস্যার কার্যকর সমাধান করতে এই প্রকল্প সহায়তা করবে। এপিডা রাজ্য কৃষি বোর্ড, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, এনআইটি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি মজবুত ইনোভেশন ও ইনকিউবেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চলেছে। এই পাইলট প্রোগ্রামকে ভবিষ্যতে একটি বার্ষিক রপ্তানি-সহায়ক ইনকিউবেশন মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। এপিডা আশা করছে, ভারতী উদ্যোগ ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানিকে আরও গতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে এবং বৈশ্বিক কৃষি-বাণিজ্যে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর: এমনিতেই গ্রাম থেকে শহর অব্দি স্বাস্থ্য পরিষেবা খুব একটা ভালো নয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন উপজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিবিরের আয়োজন করা। এই লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির করা হয় মনাইপাথর এডিসি ভিলেজ এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম টিলা বাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম এস বি স্কুলে। মঙ্গলবার সকালবেলায় কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমওআইসি ডক্টর অভিজিৎ দে ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে ওষুধপত্র সহ ওই গ্রামের স্কুলে গিয়ে শিবিরের আয়োজন করেন। স্থানীয় মানুষ হাতের কাছে চিকিৎসা কর্মীদের পেয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বয়স্ক নারী পুরুষ ও এগিয়ে আসেন। ডাক্তারবাবু প্রথম তাদেরকে নিয়ে খানিকটা আলোচনা সভায় মিলিত হন। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ১২৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। তিনি এদিন স্বাস্থ্যপরিসেবা শেষ করে আসার প্রাক মুহূর্তে ওখানের মানুষদের জানিয়া আসেন আগামী কিছুদিন পরে আবার একটা ডেন্টাল শিবির করার প্রচেষ্টা রয়েছে। মঙ্গলবার দিনও বিনামূল্যে ওষুধপত্র ও রক্ত পরীক্ষা করানো হয় এই দিনের স্বাস্থ্য শিবিরে।

জম্মু ও কাশ্মীরে টানা ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন ১৯১০ সালের পর সর্বোচ্চ বৃষ্টি, স্থগিত বৈষ্ণো দেবী যাত্রা

শ্রীনগর/জম্মু, ৩ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় গত রাত থেকে শুরু হওয়া টানা ভারী বর্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জম্মু অঞ্চলের প্রধান নদী যেমন চেনাব, তাওয়ি, রাভি ও উঝ বর্তমানে বিপদসীমার ওপরে বইছে। এর ফলে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা, যানজট এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনে চরম অসুবিধা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, জম্মু অঞ্চলের একাধিক জেলায় আজ বিকেল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত চলবে, যা ক্লাউডবার্স্ট, হঠাৎ বন্যা, ভূমিধস এবং পাথরখসার আশঙ্কা বাড়িয়েছে।

চলমান দুর্যোগের কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দ্বিতীয় দিনের মতো যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধস ও পাথর পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, জম্মু ও কাটরা স্টেশন থেকে চলাচলকারী ৬৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং রেল চলাচল আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আংশিকভাবে স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে উত্তর রেল। গত ২৬ আগস্ট থেকে টানা বৃষ্টির কারণে পাঠানকোট-জম্মু রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই কারণে আট দিন ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

টানা বৃষ্টির ফলে জম্মু অঞ্চলে ৩৮০ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যা ১৯১০ সালের পর সর্বোচ্চ। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আজ নবম দিনের মতো শ্রী মা বৈষ্ণো দেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। চলমান দুর্যোগের কারণে আজ জম্মু অঞ্চলের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আজ নির্ধারিত সব পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করতে হরিয়ানা সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে ৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই সহায়তার জন্য হরিয়ানা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এটি রাজ্যের ত্রাণ প্রচেষ্টায় বড় সহায়ক হবে। বিজেপির বিরোধী দলনেতা সুনীল শর্মা জানিয়েছেন, রাজ্যের ২৮ জন বিজেপি বিধায়ক ১ কোটি টাকা করে অনুদান দিয়ে মোট ২৮ কোটি টাকা সহায়তা করেছেন। এর পাশাপাশি বিজেপি সাংসদরা ২.৫ কোটি টাকা করে অনুদান দেওয়ায় মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫.৫ কোটি টাকা।

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে জম্মু-শ্রী মা বৈষ্ণো দেবী কাটরা শাটল পরিষেবা ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে। পুনরায় চালু হয়েছে সম্পর্ক ক্রান্তি, সিয়ালদহ এক্সপ্রেস, কান্ত্রি এক্সপ্রেস, ত্রিভান্দ্রাম এক্সপ্রেস, ভান্দে ভারত সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। ভান্দে ভারত এক্সপ্রেস আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে আবার চলাচল শুরু করবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ বিকেলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের বহু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ডোডা, সাম্বা, রাজৌরি, পুনছ, রামবান ও কিশওয়ার জেলায় আজ "মাঝারি থেকে ভারী" বৃষ্টি হতে পারে। প্রশাসন জনসাধারণকে নদী, নালা, খোলা জলাশয় এবং দুর্বল কাঠামো থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য জারি থাকবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

সেমিকন্ডাক্টর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রধানমন্ত্রীর মোদী, ভারতের প্রযুক্তি নেতৃত্বের লক্ষ্য স্পষ্ট করলেন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে আজ সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেমিকন্ডাক্টর খাতের বৈশ্বিক বিশেষজ্ঞ ও শিল্প নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন। তিনি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং চিপ ডিজাইন, উৎপাদন, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আজই প্রধানমন্ত্রী মোদী সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে আন্তর্জাতিক সিইওদের সঙ্গে রাউন্ডটেবিল বৈঠকে বসেন, যেখানে ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিকন্ডাক্টর হাব হিসেবে গড়ে তোলার রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তেল ছিল ব্ল্যাক গোল্ড, এখন চিপ হল ডিজিটাল হিরা।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করছে, এবং ভারতের সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রস্তুত।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন আগের দিন। তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতকে বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইনে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সম্মেলনে ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিনিয়োগ, গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতে ১০টি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প চালু রয়েছে, যেখানে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি (প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা)। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে শুধু ব্যাকএন্ড নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রন্ট-টু-ব্যাক সিস্টেমে পরিণত হচ্ছে বলে জানান মোদী।

সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলনে ৪৮টি দেশের ২,৫০০-রও বেশি প্রতিনিধি, ১৫০-র বেশি বক্তা এবং ৩৫০-র বেশি প্রদর্শক অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেতৃত্ব, উদ্ভাবক, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং স্টার্টআপ প্রতিনিধিরা। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এক ছাদের নিচে একত্রিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আশা প্রকাশ করেন, বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর বাজার যেটি ইতিমধ্যে ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে এবং আগামী দিনে যা ১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, সেই বাজারে ভারত একটি বড় অংশীদার হবে। তিনি বলেন, "ভারতের ছোট চিপ বিশ্বে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।" সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর মতো উদ্যোগ ভারতের আত্মনির্ভর প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি, বৈশ্বিক প্রযুক্তি নেতৃত্বে দেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ছত্তীসগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর বড় সাফল্য ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জন মাওবাদী গ্রেফতার

বিজাপুর/মলকানগিরি, ৩ সেপ্টেম্বর: ছত্তীসগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর চলমান অভিযান বড় সাফল্য অর্জন করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলা রিজার্ভ গার্ড, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী এবং কোবরা বাহিনীর যৌথ অভিযানে মোট ১৬ জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অভিযানে বাসাগুড়া এলাকা থেকে ২ জন, গাঙ্গলুর থেকে ৬ জন এবং জাংলা জঙ্গল এলাকা থেকে ৮ জন মাওবাদীকে আটক করা হয়েছে। অভিযানের সময় ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও অন্যান্য নাশকতামূলক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়াও ছত্তীসগড় ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী মালকানগিরি জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আরও কয়েকজন হাই প্রোফাইল মাওবাদীকে গ্রেফতার করেছে। সূত্র জানিয়েছে, এসটিএফ, ডিআরজি ও সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য এসেছে, যা নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বড় ধরণের মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে চলতি বছরের জুন মাসে ছত্তীসগড়ে ১৬ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছিল, যাদের মধ্যে দু'জন পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র সদস্য ছিল। এপ্রিল মাসেও ভৈরমগড় এলাকার ২৪ জন কুখ্যাত মাওবাদী ছত্তীসগড় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যাদের বিরুদ্ধে মোট ২৮ লক্ষ টাকার পুরস্কার ছিল। তাঁরা রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্পে আকৃষ্ট হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানানো হয়।

বিজাপুর জেলার পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র চৌহান জানিয়েছেন, ধৃত ও আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন সমস্ত রকম সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবে। সম্প্রতি আরও ৯ জন মাওবাদী সুকমা জেলায় আত্মসমর্পণ করেছে। ধারাবাহিক এই সাফল্য মাওবাদী কার্যকলাপে বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাওয়া হবে এবং অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণভাবে মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

Notice Inviting Quotation

Sealed quotation from Bonafide (North Tripura District) local cooperative Society/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandals/Marketing society to quote the rate for supply of non recurring items. The list of items available at office of the undersigned in all working days from 11:00 AM to 5:30 P.M.

The sealed quotation will be received from 08/09/2025 to 15/09/2025 upto 01:00 PM. Quotation are likely to be opened in 15/09/2025 at 03:00 PM at the chamber of the District Programme Officer (DISE), Social Welfare & Social Education North Tripura, Padmapur, Dharmanagar.

All the terms and conditions will be available in the office of the undersigned on all working days during office hours

ICA/C-2134/25

Sd/-
DISE, In-Charge SW&SE Deptt.
North Tripura District
Dharmanagar

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
PNIe-T-No: 07/Div-II/AMC/2025-26 **Dated:-01-09-25**

Sl No.	D.N.I.e-T No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 46/Div-II/AMC/2025-26	66,13,033.00	1,32,261.00	180 Days
2	DNIeT No. 47/Div-II/AMC/2025-26	40,38,734.00	80,775.00	180 Days
3	DNIeT No. 48/Div-II/AMC/2025-26	39,53,791.00	79,076.00	180 Days
4	DNIeT No. 49/Div-II/AMC/2025-26	13,34,126.00	26,683.00	180 Days
5	DNIeT No. 50/Div-II/AMC/2025-26	44,25,293.00	88,506.00	180 Days
6	DNIeT No. 28/Div-II/AMC/2025-26	11,02,566.00	22,051.00	180 Days

Last date and time for document downloading/bidding: **15-09-2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender
PNIe-T- No: 09/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:-30/08/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 25/EE/DIV-I/AMC/2025-26	10,83,938	21,679	60(Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 26/EE/DIV-I/AMC/2025-26	7,71,669	15,433	45(Forty five) days
3	D.N.I.E.T No. 27/EE/DIV-I/AMC/2025-26	16,04,030	32,081	90(Ninety) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 06-09-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 06-09-2025 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

MEMORENDUM

The works invited vide PNIET No:-05/EE/WRD-IV/BLN/2025-26, DNIeT NO:-01/EE/WRD- IV/BLN/2025-26, ÔNIET NO:-02/EE/WRD-IV/BLN/2025-26,DNIET NO:-03/EE/WRD-IV/BLN/2025-26, DNIeT NO:-04/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 and DNIeT NO:-07/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 circulated vide Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-05/1440-1488, Dated, Belonia the 09/06/2025 were cancelled due to Administrative reason and circulated vide Memo No..F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/ 2856-86 Dated, Belonia the 01-08-2025.

Due to some unavoidable circumstances the works vide PNIET No:-05/EE/WRD-IV/BLN/2025-26, DNIET NO:-01/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 and DNIeT NO:-02/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 circulated vide Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-05/1440-1488, Dated, Belonia the 09/06/2025 and Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/3222--23, Dated, Belonia the 18/08/2025 was agreed execution of the works by the agency vide letter No. nil, Dt. 13/08/2025.

The DNIeT NO:-03/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 DNIeT NO:-04/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 and DNIeT NO:-07/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 of the said PNIeT were cancelled vide Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/ 2856-86 Dated, Belonia the 01-08-2025 and 2nd Call will be invited very shortly.

All other contents of the said tender will remain un-changed.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2123/25

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV

বিজ্ঞপ্তি

Dated: 8/2025

এতদ্বারা Societies Registration Act, ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত (registered) সমস্ত সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর কর্মকর্তাদের জানানো যাইতেছে যে, বিগত ২৫-০৪-২০২৫ইং তারিখ হইতে, ত্রিপুরা রাজ্যে Societies Registration (Tripura Amendment) Act, ২০২৫ কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা- 3A অনুযায়ী সমস্ত সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন-এর নবিনীকরণ (Renewal) করা আবশ্যক।

অতএব, অত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিবন্ধনকৃত (registered) সমস্ত সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন-এর কর্মকর্তাদের জানানো যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাদের স্ব-স্ব সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন-এর নবিনীকরণ (Renewal) করিয়ে নেন। অন্যথায়, Societies Registration (Tripura Amendment) Act 2025-এর ধারা 3A (৫) অনুযায়ী তাদের সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন-এর কোন আইনগত বৈধতা থাকিবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্নে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর নবিনীকরণ করার সময় জমা করতে হইবে।

সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর নবিনীকরণ করার সময় নিম্নলিখিত কাগজ পত্রাদি জমা করতে হইবে:-

১। সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর নবিনীকরণের আবেদন পত্র যথাযথ প্রণালীর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
২। কার্য্যকরী কমিটির তালিকা তৎসংঙ্গে সাধারন সভার প্রতিলিপি।
৩। অডিট রিপোর্ট।
৪। সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন-এর প্যান কার্ড।
৫। সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর ঠিকানার প্রমাণ পত।
৬। সোসাইটি, ক্লাব, সংস্থা, এসোসিয়েশন -এর নবিনীকরণ পূর্বে হয়ে থাকলে, তার প্রতিলিপি।

ICA/D-903/25

সমিতি সমূহের নিয়ামক, ত্রিপুরা।

সব সরকারি দপ্তরকে সৌরশক্তির আওতায় আনা হবে: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ২০১৮ সাল থেকে গত সাত বছরে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর সৌরশক্তি থেকে ২৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। আগামী দিনে সমস্ত সরকারি দফতরকে সৌরশক্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ ধলাই জেলার মনুতে ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র উদ্বোধনকালে এ কথা জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, মানুষ যে-ই হোক, যে রাজনৈতিক দলেরই হোক, উন্নয়ন সবার জন্য হওয়া উচিত। বিদ্যুৎ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। বিদ্যুতের চাহিদা যত বাড়ছে, বুঝতে হবে রাজ্য তত উন্নতির পথে এগোচ্ছে।

তিনি জানান, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে বিদ্যুৎ ভোক্তার সংখ্যা ছিল ৭.২১ লক্ষ। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৩৮ লক্ষে। একইসঙ্গে অবকাঠামোতেও হয়েছে ব্যাপক উন্নতি। আগে যেখানে ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন ছিল ১২টি, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২০টি এবং আরও দু'টি নির্মাণাধীন। ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন ছিল ৪৪টি, এখন হয়েছে ৭৫টি এবং আরও ১৮টি তৈরি হচ্ছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের দৈর্ঘ্য যেখানে আগে ছিল ৯৫ কিমি, এখন তা দাঁড়িয়েছে ৫৭১ কিমি।

মনুতে নতুন ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন চালুর ফলে মনু, ছৈলেংটা, এসকে পাড়া, ধুমাচড়া, মাছলি, ৮২ মাইল, নেপাল টিলা, ছামনু , বাগছড়া, মানিকপুর, থালছড়া-সহ প্রায় ২১,৫৫৪ পরিবার বিদ্যুতের সুবিধা পাবেন বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরও বলেন, গ্রাহকরা যদি তাঁদের এলাকায় নতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার শুরু করেন, তবে তা বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো উচিত, যাতে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে রতন লাল নাথ বলেন বিদ্যুৎ সাধারণত বাতাস, কয়লা, জল, গ্যাস ও সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়। আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ গ্যাস থেকে তৈরি হয়। কিন্তু গ্যাস একদিন ফুরিয়ে যাবে। রুখিয়ায় ৬৩ মেগাওয়াট উৎপাদনের পরিকল্পনা থাকলেও বর্তমানে গ্যাসের অভাবে মাত্র ১৯ মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে। পালাটানা, রামচন্দ্রনগর সর্বত্র একই পরিস্থিতি। তাই এখন সৌরশক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বলেছেন বাঁচতে হলে সৌরশক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। ২০১৮-র আগে মাত্র ৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হত। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর গত সাত বছরে ২৯ মেগাওয়াট উৎপাদন হয়েছে। আগামী দুই বছরে ৫০ হাজার বাড়িতে ও ১০ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে সৌরপ্লেট বসিয়ে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, আগামী দুই মাসের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর সৌরশক্তির আওতায় আসবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ-র এমডিসি বিমলকান্তি চাকমা, এমডিসি সঞ্জয় দাস, বিধায়ক পল দাংশু, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, জেনারেল ম্যানেজার (ট্রান্সমিশন), সমাজসেবী সঞ্জিত দেববর্মা, রতীশ ত্রিপুরা, অভিজিৎ ত্রিপুরা এবং জয়বাহাদুর রুপিনি।

ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির উদ্যোগে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নবি হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব নবি হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির পক্ষ থেকে। নবির জন্মদিন উপলক্ষে সারা বিশ্বের মুসলিমরা এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠান হবে। সকাল ৮ টায় ইন্দ্রনগর কবরস্থান সংলগ্ন মাজার থেকে একটি র‍্যালির মাধ্যমে কর্মসূচির সুচনা হবে। রেলীটি বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে ইন্দ্রনগর মসজিদ মাঠে শেষ করবে। তার পরে রক্তদান,বৃক্ষ রুপন,হেল ক্যাম্প সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঊনকোটিতে প্রথম পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী কিশোর বর্মন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রী কিশোর বর্মনের পর্যালোচনা বৈঠক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলা শাসক তমাল মজুমদার, সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধরসহ বিভিন্ন লাইন দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্বে শুরু হওয়া এই বৈঠকে মন্ত্রী কিশোর বর্মন জানান"আজকের পর্যালোচনা বৈঠকের মূলত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কার্যক্রম নিয়ে। গত বছর ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে সাতটি পুরস্কার অর্জন করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাসের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে পুনরায় অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রইলেন এক বৃদ্ধা, ভর্তি হাসপাতালে

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আজ দুপুরে রাজধানী আগরতলার ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। রাস্তায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এক বৃদ্ধাকে। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখে তৎক্ষণাৎ খবর দিয়েছেন দমকলবাহিনীতে।

দমকলকর্মী জানান, আজ দুপুরে ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী মোড়ে স্থানীয়রা এক বৃদ্ধাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় দমকল কর্মীরা। তারা দেরি না করে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, বৃদ্ধার নাম ও পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

বটতলা বাজার এলাকা থেকে জুয়া খেলার সামগ্রী সহ আটক ৭ জন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বটতলা বাজারে জুয়ার আসরে পুলিশের থাবা। অভিযানে জুয়ার সামগ্রী সহ নগদ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি সাতজনকে আটক করা হয়েছে।

পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে বটতলা এলাকার একটি পরিত্যক্ত জায়গায় জুয়া খেলা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে জুয়ার সামগ্রী এবং নগদ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি সাতজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ডিএসআর পদ্ধতিতে বীজ বপনের ফলে বামুটিয়া কৃষক মহলে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: বামুটিয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের অন্নদাতা বিনয় রায়ের জমিতে উন্নত প্রজাতির মোট ৬৪টি জাত সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিতে (ডিএসআর) লাগানো হয়। উল্লেখ বামুটিয়া কৃষি মহকুমা ও রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র অরুন্ধতীনগরে যৌথ উদ্যোগে এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজু রবিদাস, সেক্টর অফিসার অন্তরা চৌধুরী এবং রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে অধিকর্তা অমিতাভ চক্রবর্তী, মিঠু দেবনাথ, ৬ ঘণ্টা সশরীরে মাঠে অবস্থান করে বীজ বপন করে। জাতীয় স্তরে এই জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনশীলতা তথা রোগ পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আজকের এই অনুষ্ঠান। এই বীজ বপন অনুষ্ঠানে কৃষক ভাই বিনয় রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অগণিত অন্নদাতারা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আগামীদিনে বামুটিয়ার কৃষি মহকুমায় ব্যাপক উৎসাহ সঞ্চার করবে তাতে সন্দেহ নাই। সরাসরি সাক্ষাতে রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের যুগ্মঅধিকর্তা ড. উত্তম সাহা জানান, জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এসএআরএস কাজ করছে দীর্ঘদিন। এই সমস্ত জাতগুলোর ভবিষ্যত নির্বাচন রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হবে নিঃসন্দেহে। ড. সাহা বামুটিয়া ও রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের এই যৌথ প্রয়াসের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

৬৪তম শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে 'মধু চামেলী স্মৃতি' রক্ষা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩ সেপ্টেম্বর: ৬৪ তম শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে বুধবার কমলপুর টাউন হলে 'মধু চামেলী স্মৃতি' রক্ষা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমলপুর টাউন হলে শিক্ষা গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন আগরতলা ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক অমর্তা নন্দ জি মহারাজ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ডক্টর শুভাশিস দে, কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ অভিজিৎ সরকার,কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষক সুফুল শুক্লবৈদ্য, কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায়, মধু চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটির পৃষ্ঠপোষক শশাঙ্ক শেখর দেব প্রমুখ।

শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে শিক্ষকতার অবদানের জন্য মহকুমার মোট ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের স্মারক ও মেম্যান টু প্রদান করা হয়। উনাদের হাতে স্মারক ও মেম্যান টু তুলে দেন উদ্বোধক সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন কমলপুর টাউন হলে কমলপুরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, শিক্ষক সমাজের মেরুদন্ড। শিক্ষা গুরু। শিক্ষকদের শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হয়ে মানুষ হয়েছি। শিক্ষকদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে পৌছেছি। বিধায়ক আরও বলেন, ৯০ শতাংশ ছেলে মেয়েদের মানষিকতা রয়েছে ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব। কিন্তু, শিক্ষক হওয়ার মানষিকতা কম। কিন্তু, দেখা যায়, কমলপুর হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে ত্রিপুরা বোর্ডে প্রথম হয়েছিল সে বলেছিল শিক্ষক হবে। আজকে যারা শিক্ষক অবসর নিয়েছেন উনাদের বিধায়ক শ্রদ্ধা জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক অমর্তা নন্দজি মহারাজ ভাষনে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, মানুষ যদি ভালো না হয় তাহলে ভালো কাজ করতে পারবে না ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ও স্বামীজি বলেন মানুষ হতে হবে ভালো তবে সেবা করতে পারবে কাজ করতে পারবেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জীবনটা দেখুন, তিনি কিভাবে নিজেকে শিক্ষক হিসাবে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন গৌরবময় স্থানে। শিক্ষক দিবস পালন করছি উনার আদর্শ শিক্ষকরা পালন করবে বলে।

অশিম চাকমার নতুন জীবন: ধলাই জেলার রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আর.বি.এস.কে.) সাফল্যের গল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ধলাই জেলার লংতরাই পাড়ার বাসিন্দা পাঁচ বছর বয়সী অশিম চাকমা (পিতা: রবিসেন চাকমা)-এর জীবন এক সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। জন্ম থেকেই সে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বা জন্মগত হৃদরোগে ভুগছিল। এই রোগ তার স্বাভাবিক খেলাধুলা এবং বেড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করছিল। তার পরিবার ছিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল, তাই চেন্নাইয়ের মতো দূরবর্তী কোনো বড় হাসপাতালে তার চিকিৎসা করানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু অশিমের জীবনে আশার আলো নিয়ে আসে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম। গত ৯ এপ্রিল, মনুঘাট সি.এইচ.সি. থেকে আর.বি.এস.কে. মোবাইল হেলথ টিম তাদের গ্রামে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে যায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা অশিমের হৃদরোগ শনাক্ত করেন।

এরপর শুরু হয় আর.বি.এস.কে. টিমের নিরলস প্রচেষ্টা। তারা দ্রুত অশিমের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৩ আগস্ট তাকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ আগস্ট সফলভাবে তার ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন হয়।

অস্ত্রোপচারের পর অশিম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে এখন তার বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতে পারবে, স্কুলে যেতে পারবে এবং একটি স্বাভাবিক শৈশব উপভোগ করতে পারবে।

অশিমের বাবা-মা আর.বি.এস.কে. টিমের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, "আর.বি.এস.কে. না থাকলে আমাদের পক্ষে ছেলের এই চিকিৎসা করানো অসম্ভব ছিল। তারা আমাদের ছেলের জীবন বাঁচিয়েছেন। আমরা তাদের কাছে চির ঋণী।'

অশিমের সুস্থ জীবন আর.বি.এস.কে.-এর মানবিক উদ্যোগ এবং কর্মদক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সফলতার গল্প প্রমাণ করে যে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেলে প্রতিটি শিশু একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন পেতে পারে।

রাজ্য সরকার চায় প্রত্যেক ছাত্রী বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে শিক্ষিত হয়ে উঠুক: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের প্রতিটি মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সারা রাজ্যেই মেয়েদের জন্য ভাল স্কুল এবং নিরাপদ ছাত্রীনিবাস তৈরী করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা মেয়েদের শিক্ষিত এবং বড় হয়ে উঠার জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরী করেছে। রাজ্য সরকার চায় প্রত্যেক ছাত্রী বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। আজ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পে বিলোনীয়ায় আয়োজিত কর্মশালা এবং সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে শিক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা অফিস এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রাজাপাল বলেন, তাদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হলে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বালিকা মঞ্চ স্কুলগুলিকে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য রাজ্যপাল সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বাল্যবিবাহ বিষয়ে একটি শর্ট ফিল্ম রিলিজ করেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে কিভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে আলোচনা করে জোৎস্না আক্তার এবং টিনা ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক হেমন্ত দেববর্মা। জনজাতি অংশের প্রথম কমার্শিয়াল পাইলট ক্যাপ্টেন ববি আজমীরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রছাত্রীরা নাটক এবং নৃত্য পরিবেশন করে।

রাতের আঁধারে পুকুরে নাশকতার বিষ, সর্বশান্ত মৎস চাষী

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর : রাতের আঁধারে পুকুরে বিষ ঢেলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রামের উত্তর মুড়া এলাকায় এক ব্যক্তির পুকুরে বিষ ঢেলে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। নাশকতামূলক এক কর্মকাণ্ডের ফলে পথে বসলো মৎস্য চাষী। জানা গিয়েছে, বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রামের উত্তর মুড়া এলাকায় বন দপ্তরের অর্থাৎ ইডিসি ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির অধীনে প্রায় দুই কানির উপর একটি জলাশয় চাষ করে এলাকার ৯ জন যুবক। এরমধ্যে বুধবার সকালে আবুজাহান নামের যুবক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি বলেছেন, যদি পুকুরের মাছগুলো ধরে খেয়ে ফেলত আমাদের কোন দুঃখ থাকত না। কিন্তু এইভাবে পুকুরে বিষ ঢেলে অবলা প্রাণীদের মেরে ফেলা ঠিক হয়নি।

তবে এই ঘটনা নিয়ে গোটা এলাকার মধ্যে গুঞ্জন শাসক এবং শাসকের শরিকি দ্বন্দ্বের ফলেই এমনটা ঘটেছে।। যদিও মুখ খুলতে কেউ বলতে চায় না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে বাইক সহ খাদে পড়ে যায় যুবক

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে বাইক সহ খাদে পড়ে যায় যুবক। ঘটনায় অল্পেতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন সে। ঘটনাটি ঘটেছে চড়িলাম পুরানবাড়ি এলাকায়।

জানা যায়, শ্বশুর বাড়িতে গেছিলো ওই যুবক। শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে যাওয়ার পথে চড়িলাম পুরানবাড়ি এলাকায় আসতেই হঠাৎ বাইকের স্ট্যান্ড নেমে যায়। ফলে মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ওই যুবক। সামনেই অন্য গাড়ি ছিল, তাই সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেতেই বাইক সহ খাদে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত এদিন বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে ওই যুবক। ঘটনায় মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

ফটিকরায় শ্রীপুরে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা, ক্ষুব্ধ চালক সহ স্থানীয়রা

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ফের বেহাল জাতীয় সড়ক। এনএইচ-২০৮ বিকল্প আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের কৈলাসহর থেকে কমলপুর যাওয়ার পথে ফটিকরায় শ্রীপুর আসাম রাইফেলস ক্যাম্প সংলগ্ন অংশ ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন লরিচালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছেন, রাস্তা সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জিৎ কনস্ট্রাকশন---এর গাফিলতির কারণেই এই ভোগান্তি। গত কয়েকদিন আগে একাধিক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হলেও এখনও পর্যন্ত সরকার, প্রশাসন কিংবা এন এইচআইডিসিএল -এর কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি বা সমাধানের উদ্যোগ নেননি।

অভিযোগকারীদের দাবি, বিগত ১৫ দিন ধরে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিনই মালবাহী লরি থেকে শুরু করে সাধারণ যানবাহন চলাচলে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারিযদি দ্রুত সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে আগামীদিনে তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

বাম সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দেয়নি, অযোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দিয়েছে, অনেকক্ষেত্রে চাকরি বিক্রিও করা হয়েছে: বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: বাম সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দেয়নি। অযোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দিয়েছে। অনেকক্ষেত্রে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। আজ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি মার্কেট স্টল উদ্বোধন করে একথা বলেন বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল।

আজ মলয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস সংলগ্ন রামঠাকুর আশ্রম সিসি রোড বেকারদের জন্য বাইপাস নাগিছড়ায় ১৬টি স্টল বিশিষ্ট শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি মার্কেট স্টলের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। এদিনের এই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও, চেয়ারম্যান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়নি। অযোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বিক্রিও করা হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন সময় আদালতের নির্দেশে চাকরি চলে গেছে। এর উদাহরণ হল ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। অবৈধভাবে চাকরি দেওয়ার ফলেই তাদের চাকরি আদালতে নির্দেশে চলে গেছে।

কিন্তু বর্তমান সরকার অবৈধভাবে কাউকে চাকরি দেয়না। যাদের যোগ্যতা রয়েছে তারাই যোগ্যতার বলে চাকরি পাচ্ছেন। আর যারা কোনো কারণবশত চাকরি পাচ্ছেন না তাদের পাশেও রয়েছে সরকার। বিভিন্ন উপায়ে যেন বেকার যুবক-যুবতীরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে।। এই মার্কেট স্টলের মাধ্যমে যুব সমাজ ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উপার্জন করতে পারবেন। ফলে একাংশ যারা চাকরি পাচ্ছেন না তারা এই ব্যবসার উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকানির্বাহ করতে পারবে।

সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

● প্রথম পাতার পর

এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিধায়ক আবাসনে যারা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছে তাদের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর দায়ের হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের রং বিচার করা হবে না বলেও এদিন উল্লেখ করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি। শুধু বিধায়ক আবাসনের যে কোন স্থানে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য বর্তমান সরকার যথেষ্ট সচেতন রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজিব আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেই গণেশ পূজা রথযাত্রা সহ বিভিন্ন পূজা-পার্বণ সংঘটিত হচ্ছে এবং ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ এসব পূজা-পার্বনে সামিল হচ্ছেন।

জিএসটি দুই স্তর

● প্রথম পাতার পর

কর্পোরেট ছাড়ের পাশাপাশি রাজ্যের রাজস্বে ঘাটতি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খন্না জানিয়েছেন, ক্ষতিকর বা "সিন" গুডসের উপর ৪০ শতাংশ কর হার বহাল রাখা হলেও, অতিরিক্ত লেভি বা কর আরোপের বিষয়ে এখনো কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন সরকার নতুন জিএসটি সংস্কারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পি কেশব বলেন, এই সংস্কার গরীব মানুষের স্বার্থে। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইস্পাত, সিমেন্ট ও টেক্সটাইল খাতে বড় উপকার মিলবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করছে। ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ এই দুই স্তরের জিএসটি কাঠামোর পক্ষেই অসমের অবস্থান। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ লিখিত বক্তব্যে জানান, প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে রাজ্যের রাজস্ব ১০-১২ শতাংশ কমে যেতে পারে। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত এবং এই অবস্থায় রাজস্ব সুরক্ষা মেকানিজম চালু করা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। কর্ণাটক, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য রাজস্ব সুরক্ষা ও ক্ষতির হিসেব পরিষ্কার করে জানানোর দাবি জানিয়েছে।

জিএসটি হার হ্রাসের ফলে রাজস্ব ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯৩,০০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে "সিন ও বিলাসবহুল" পণ্যের থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব হতে পারে ৪৫,০০০ কোটি টাকা। সংশোধিত হার অনুযায়ী, বেশ কিছু পণ্য ও পরিষেবা বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও বিমা খাতে কর হ্রাস পাবে। ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য করজটিলতা হ্রাস করা হবে। কর ব্যবস্থার সহজীকরণ হবে এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই জিএসটি সংস্কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া "দীপাবলির উপহার" ঘোষণার অংশ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের জন্য আর্থিক স্বস্তি বয়ে আনবে বলে দাবি করা হয়েছে।

এডিসি নির্বাচনের

● প্রথম পাতার পর

বরং জনগণকে পরিষেবা প্রদান এবং তাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা-আসাম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রবীন্দ্র রাজু, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, জনজাতি মোর্চার সভাপতি পরিমল দেববর্মা এবং অন্যান্য জেলা এবং মণ্ডল স্তরের জনজাতি মোর্চার কার্যকর্তাগণ।

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

তথ্য দিলে নির্বাচন কমিশন পরে ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং সেই ব্যক্তি সংসদ সদস্য পদ হারাবেন। পাশাপাশি প্রার্থীর জামানত ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

ইসি বলেন, একক প্রার্থী থাকলে সেই আসনে 'না' ভোট থাকবে ব্যালটে। জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করলেও প্রার্থীরা নিজ নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করবেন। ইভিএম সংক্রান্ত সব বিধান বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যম ব্যক্তিরা ভোট গণনায় থাকতে পারবেন। পাশাপাশি নির্বাচনী পোস্টার বাতিল করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আচরণবিধি ভঙ্গ হয় তা করা যাবে না। এছাড়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন স্থগিত থাকবে ও প্রতীক সংরক্ষিত থাকবে, "ভোট" শব্দ কিছু স্থানে ছিল, এগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।

চাঁদার জুলুমবাজির

● প্রথম পাতার পর

নামে জুলুম না করে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে চলছে চাঁদার জুলুমবাজি।

প্রসঙ্গত, গত বছরও একাধিক ক্লাবের বিরুদ্ধে চাঁদার জুলুমবাজির অভিযোগ উঠেছিল। তখনও মুখ্যমন্ত্রী ক্লাবগুলিকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে জানিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক ক্লাব রাতের অন্ধকারে রাস্তা আটকে চাঁদা আদায়ের কাজে লিপ্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, পুলিশের নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপের অভাবেই এই ধরনের জুলুমবাজি বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। চালকদের দাবি, প্রশাসনকে এবার কড়া পদক্ষেপ নিয়ে এই চাঁদাবাজির রাশ টানতে হবে।

এগিয়ে চলো কল্যাণ সমিতির ম্যাচ দিয়ে সুপার লীগ শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীনের মধ্য দিয়ে লীগ পর্যায়ের খেলা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে সুপার লিগের খেলা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের সুপার লিগ পর্যায়ের খেলায় লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এগিয়ে চলো সংঘ, রানার্স হিসেবে নাইন বুলেটস ক্লাব, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী হিসেবে যথাক্রমে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি খেলবে। ইতোমধ্যে লীগ কমিটির সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব তপন সাহা সুপার লিগের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার নাইন বুলেটস ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ব্লাড মাউথ-এর বিরুদ্ধে। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার কল্যাণ সমিতি এবং নাইন বুলেটস ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ১৪ সেপ্টেম্বর সুপার লিগের ষষ্ঠ তথা অন্তিম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ এবং নাইন বুলেটস ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাড লাইটে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচ গুলো অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ম্যাচে টিকিট মূল্য ২৯ টাকা ধার্য্য রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচে অংশগ্রহণকারী ক্লাব দলের খেলোয়ারদের নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা আগে মাঠে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পূর্বোত্তরের প্রথম সারির শাটলাররা এখন আগরতলায়, আজ থেকে মেগা টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তর পূর্বের সব ক-টি রাজ্যের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াররা আগরতলায় পৌঁছে গেছেন। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। আগরতলায় বসছে ব্যাডমিন্টনের মেগা টুর্নামেন্ট। আগামীকাল থেকে নর্থ ইস্ট জোন ইন্টার স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ- ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সামগ্রিক দিক থেকে প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিবসীয় এই ইউনেক্স সানরাইজ নর্থ-ইস্ট জোন ইন্টার স্টেট এন্ড জোনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অথবা পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট তথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিশ্র প্রমূখ আসার কথা রয়েছে। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা টুর্নামেন্টের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অঞ্চলভিত্তিক আন্তঃ রাজ্য বড় মাপের এই টুর্নামেন্টে অরুণাচল প্রদেশ থেকে ৩৬ জন, আসাম থেকে ৩৭ জন, মনিপুর থেকে ৩৫ জন, মেঘালয় থেকে ২৫ জন, নাগাল্যান্ড থেকে ২২ জন, মিজোরাম থেকে ২৪ জন, সিকিম থেকে ২৬ জন এবং আয়োজক রাজ্য ত্রিপুরার ২১ জন খেলোয়াড়, কোচ ম্যানেজার সহ মোট ২২৬ জন ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার এবং অফিসিয়াল আগরতলায় পৌঁছেছেন। এছাড়া ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া থেকে অফিশিয়াল হিসেবে এসেছেন আরও ১২ জন। নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং মিজোরামের খেলোয়াড়রা মঙ্গলবারে আগরতলায় এসেছেন। অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়রা এসেছেন আজ বুধবার। রাজধানীর নামিদামি হোটেল গুলোতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের টুর্নামেন্ট হবে। রাজ্য দলের সাফল্যের ব্যাপারে ত্রিপুরার ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন যথেষ্ট আশাবাদী। খেলা হবে এনএসআরসিসি-র ইনডোর হলে নতুন করে তৈরি দুটি কোর্টে এবং এনএসআরসি-র নির্দিষ্ট ব্যাডমিন্টন কোর্টে। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান হবে এনএসআরসিসি-র ইন্ডোর হল-এ।

বেঙ্গালুরুতে কেসিএ ক্রিকেট, সিলভার ওভালে ত্রিপুরা মধ্যপ্রদেশের ৪ দিনের ম্যাচ আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। ব্যাঙ্গালুরুতে আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে ত্রিপুরা তাদের অভিযান শুরু করবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচ দিয়ে। আজ, বুধবার প্রয়োজনীয় অনুশীলন করেছে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে দীর্ঘ সময় নেটে অনুশীলন করেন ঋতুরাজ ঘোষ রায় - রা। প্রথম ম্যাচের আগে আজ শেষ প্রস্তুতি সেরে নিয়েছেন অজয় সরকার- রা। জাতীয় মরশুম শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতির জন্যই ওই আসরের ত্রিপুরার অংশগ্রহণ। দলের প্রতিটি ক্রিকেটারই চাইছেন জাতীয় আসর শুরু হওয়ার আগে ওই আসরে ভালো খেলে নির্বাচকদের মন জয় করে নিতে। আসরে ত্রিপুরাকে " এ " গ্রুপে রাখা হয়েছে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা সহ রয়েছে কে এস সি একাদশ, মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং ছত্তিশগড় ক্রিকেট সংস্থা। মোট ১৬ দল অংশ নিয়েছে আসরে। ১৬ দলকে চারটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। ৪-৭ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। আলোরের ৩ নম্বর মাঠে হবে ম্যাচটি। এই মাঠের অপর নাম সিলভার ওভাল। ৯-১২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। আলোরের এক নম্বর মাঠে, অর্থাৎ প্লাটিনাম ওভালে হবে ম্যাচটি। ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর গ্রুপ লীগ নিজেদের শেষ ত্রিপুরা খেলবে কে এস সি এ একাদশের বিরুদ্ধে। আলোরের দুই নম্বর মাঠে অর্থাৎ গোল্ডেন ওভালে হবে ম্যাচটি। প্রতি গ্রুপ থেকে একটি করে দল সেমিফাইনালে যাবে। ২২-২৪ সেপ্টেম্বর হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ২৬-২৯ সেপ্টেম্বর হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। ওই আসরে ভালো খেলা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ত্রিপুরার শিবির। উল্লেখ্য, আগামীকাল কর্ণাটক কোল্ট বনাম হিমাচল প্রদেশ, বরোদা বনাম অন্ধ্র, মুম্বাই বনাম আসাম, কর্ণাটক সেক্রেটারি একাদশ বনাম গুজরাট, গোয়া বনাম বিধর্ভ, কর্ণাটক প্রেসিডেন্ট একাদশ বনাম মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ইলেভেন বনাম ছত্তিশগড়ের ম্যাচ রয়েছে।

ডায়মন্ড লিগে ট্রফির সঙ্গে আরও একটি লক্ষ্যপূরণ করতে মরিয়া নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি: দুবারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী নীরজ চোপড়া। ডায়মন্ড লিগে এবার ট্রফি জিততে মরিয়া। ৯০ মিটার দূরত্বে আরও একবার জ্যাভলিন ছুঁড়ে নজির গড়তে মরিয়া পানিপথের তরুণ। চারটি ডামন্ড লিগের মধ্যে দুটো ধাপ পূরণ করেছেন নীরজ। চার নম্বরে থেকে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন তরুণ এই জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

গত ১৬ আগস্ট সিলাসিয়া ও ২২ আগস্ট ব্রাসেলেস আয়োজিত টুর্নামেন্টে অংশ নেননি নীরজ। শেষবার ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগ জিতেছিলেন নীরজ। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা প্রথম ছয়জন ফাইনালে অংশ নেবেন। মোট ৩২টি ইভেন্ট হবে মহিলা ও পুরুষ ক্যাটাগরি মিলে। ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে দু দিন ধরে হবে।

শেষবার নীরজ চোপড়া ক্লাসিকে খেলতে নেমেছিলেন নীরজ চোপড়া। দোহায় নীরজ নিজের সেরা পারফরমান্স করেছিলেন। স্যুইৎজারলান্ডে নীরজ ছাড়াও যাঁদের ফাইনালের মঞ্চে খেলতে দো যাবে তাঁরা হলেন জুলিয়ান ওয়েবার, কেশর্ন ওয়ালকটের মত তারকারা। জুনে প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ৮৮.১৬ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন। দোহায় ৯০.২৩ মিটার দূরত্বে অতিক্রম করেছিলেন। ১৩-২১ সেপ্টেম্বর টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে খেলতে নামবেন নীরজ। নীরজের ঝুলিতে রয়েছে মোট ১৫ পয়েন্ট, দুটি ডায়মন্ড লিগ মিটিং থেকে, একটিতে খেতাব জিতেছিলেন, আর একটিতে শেষ করেছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। তালিকায় বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর আগের দুটো স্থানে আছেন যথাক্রমে ওয়ালকট ১৭ পয়েন্ট নিয়ে। জুলিয়ান ওয়েবার ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালেও রেকর্ড গড়ার হাতছানি রয়েছে নীরজ চোপড়ার। নতুন কোচের অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকেই টোকিও অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার জানিয়েছিলেন যে কোচের রেকর্ডই ভাঙতে চান তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে জেলেজনি ৯৮.৪৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন। যা এখনও পর্যন্ত পুরুষদের জ্যাভলিনে রেকর্ড হয়ে রয়েছে। নীরজ তাঁর কেরিয়ারে প্রথমবার নব্বই মিটারের মার্ক ছুঁয়েছিলেন দোহা ডায়মন্ড লিগে নেমে। নীরজ অলিম্পিক্স.কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ""'আমার এদিন লক্ষ্য ছিল ৯০ মিটারের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করার। কিন্তু আমার গতি অনেক বেশি ছিল। যা আমি কন্টোল করতে পারিনি শেষ মুহূর্তে। তবে নিজের পারফরমান্সে আমি বেশ খুশি। অনেক দিন পর প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ফের সোনা জিততে পারলাম।'

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের তৃতীয় রাউন্ডে সিন্ধু, পুরুষদের ডবলসে জয় দিয়ে শুরু সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ জুটির

চার বছর পর বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন পিভি সিন্ধু। দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মালয়েশিয়ার কারুপথেভান লেতশানাকে হারালেন দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী। পুরুষদের ডবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেল ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি।দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচেও লড়াই করতে হল প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলসে ১৫ নম্বর বাছাই সিন্ধুকে। বিশ্বের ৪০ নম্বর লেতশানাকে তিনি হারালেন ২১-১৯, ২১-১৫ ব্যবধানে। ৪৩ মিনিটের ম্যাচে দু'জনের লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বের করলেন সিন্ধু। ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু ২০২২ এবং ২০২৩ সালে দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরে গিয়েছিলেন। ২০২১ সালে পৌঁছেছিলেন শেষ আটে। চার বছর পর আবার তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডের বাধা টপকালেন। বৃহস্পতিবার প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ বিশ্বের ২ নম্বর বাছাই চিনের ওয়াং ঝি ই। ২০২২ সালের পর ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে জিততে পারেননি সিন্ধু। শেষ দুই সাক্ষাতে হেরে গিয়েছেন। ফলে তৃতীয় রাউন্ডে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে সিন্ধুর জন্য।

অন্য দিকে, পুরুষদের ডবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ জুটি ২২-২০, ২১-১৩ ব্যবধানে হারালেন চাইনিজ তাইপের লিউ কুয়াং হেং-ইয়াং পো হান জুটিকে। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডা লড়াই হলেও দ্বিতীয় গেমে নবম বাছাই ভারতীয় জুটির সামনে সুবিধা করতে পারেনি ইয়াং-হান জুটি। তৃতীয় রাউন্ডে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগের প্রতিপক্ষ চিনের ষষ্ঠ বাছাই লিয়াং ওয়েই কাং-ওয়াং চ্যাং জুটি। উল্লেখ্য, প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ।

লন্ডনেই ফিটনেস টেস্ট

নয়াদিল্লি।। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি আবারও আলোচনায়। জাতীয় দলের সব ক্রিকেটার যেখানে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে (এনসিএ) গিয়ে বাধ্যতামূলক ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন, সেখানে কোহলি একই পরীক্ষা দিয়েছেন লন্ডনে বসেই। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে সমালোচনা। অনেকে মনে করছেন বোর্ড তার জন্য আলাদা নিয়ম বানিয়েছে। খবরে জানা গেছে, বোর্ডের বিশেষ অনুমতি নিয়েই লন্ডনে ফিজিও ও ফিটনেস ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে কোহলি ফিটনেস টেস্ট দেন। মূলত ইয়ো-ইয়ো টেস্ট এবং বেসিক স্ট্রেংথ মূল্যায়নেই তাকে অংশ নিতে হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি টেস্টে সফলও হয়েছেন। এই ছাড় কেবল কোহলিকেই কেন দেওয়া হলো, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে। ক্রিকেট মহলের অনেকেই বলছেন, নিয়ম তো সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। তবে অনেকের যুক্তি, কোহলি দীর্ঘদিন ধরেই পরিবারসহ লন্ডনে অবস্থান করছেন, তাই বোর্ড অনুমতি দিয়ে তাকে সুবিধা করে দিয়েছে। ভারতের বেশিরভাগ ক্রিকেটার ইতোমধ্যে এনসিএ ক্যাম্পে নিজেদের ফিটনেস টেস্ট সম্পন্ন করেছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই দলে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কোহলি। ক্রিকেটারের ফিটনেস টেস্ট নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অফিশিয়ালি এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

বিশ্বকাপে ভারতে দল পাঠাবে না পাকিস্তান

এশিয়া কাপের পর বিশ্বকাপও বয়কট। এই মুহূর্তে ভারতে দল পাঠানো সম্ভব নয়। পুরনো সিদ্ধান্ত থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে জানিয়ে দিল পাক হকি ফেডারেশন। যার অর্থ, নভেম্বর -ডিসেম্বরে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপেও দল পাঠাবে না পাক দল। এই মুহূর্তে ভারতেই চলছে এশিয়া কাপ। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। আয়োজক দেশ ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপের ১২তম সংস্করণে অংশ নেওয়ার কথা ছিল জাপান, কোরিয়া, চিন, মালয়েশিয়া, ওমান, চাইনিজ তাইপে এবং পাকিস্তানের। কিন্তু পাকিস্তান শেষমেশ দল পাঠায়নি। পাক হকি ফেডারেশনের তরফে হকি ইন্ডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা ভারতে দল পাঠাতে পারছে না। সে দেশের সরকার ভারতে কোনওরকম দল পাঠাতে নারাজ। তবে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে শুরুতে অন্য অবস্থান নেয় পাক হকি ফেডারেশন। প্রথমে ভারতকে জানিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান জুনিয়র বিশ্বকাপে দল পাঠাবে। বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট বয়কট করা কোনও খেলার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তা ভোলানাথ সিং সে কথা প্রকাশ্যে জানিয়েও দেন। তারপরই অবস্থান বদল পাক হকি সংস্থার। বুধবার সে দেশের হকি সংস্থার প্রধান তারিক বুগতি জানিয়েছেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে কোনওরকম দল পাঠানোই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কদিন আগেই দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছিল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব নয়।" তাঁর সাফ কথা, "ভারত যদি পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলতে না চায়, তাহলে আমরাই বা ভারতে যাব কেন?" মাত্র কয়েক মাসে এই ভারতেই বসতে চলেছে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। চেন্নাই এবং মাদুরাইয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওই টুর্নামেন্ট হবে। মোট ২৪ দল ওই টুর্নামেন্টে খেলবে। এর মধ্যে ২৩টি দল আগেই ভারতে আসার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান বেঁকে বসল। এবার পরিবর্ত খুঁজতে হবে হকি ইন্ডিয়াকে।

মেসি-নেইমার-রামোসের চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতা এমবাপে'

মাদ্রিদ।। দেড় বছর কিলিয়ান এমবাপেকে কোচিং করিয়েছেন মাউরিসিও পচেত্তিনো। ফরাসি তারকাকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতায় আর্জেন্টাইন এই কোচের অভিমত, শুধু খেলোয়াড় হিসেবেই দুর্দান্ত নয়, ভিন্ন ধাচের একজন নেতাও এমবাপে। ২০২১ সালে রেয়াল মাদ্রিদের চোখধাঁধানো অঙ্কের প্রস্তাবের পর এই ফরোয়ার্ডকে কিভাবে পিএসজিতে ধরে রেখেছিলেন, সেই গল্পও শোনালেন প্যারিসের ক্লাবটির তখনকার কোচ পচেত্তিনো। রিয়াল মাদ্রিদের প্রতি ছোটবেলা থেকে এমবাপের অনুরাগের কথা প্রায় সবারই জানা। ২০১৭ সালে মোনাকো থেকে এমবাপের ধারে পিএসজিতে যাওয়ার আগে থেকে শুরু হয় তার রিয়ালে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন, যা চলতে থাকে পরের কয়েক বছর ধরে। ২০২১ সালের গ্রীষ্মের দলবদলে এমবাপেকে পেতে প্রথমে ১৬ কোটি ও পরে ২০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব রেয়াল দিয়েছিল বলে ওই সময়ে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি স্প্যানিশ ক্লাবটি। তবে রিয়ালের চেষ্টা থেমে থাকেনি। পরের বছরের গ্রীষ্মের দলবদলে তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু অনেক নাটকীয়তার পর শেষ মূহুর্তে সিদ্ধান্ত বদলে পিএসজিতে থেকে যান তিনি, করেন তিন বছরের নতুন চুক্তি। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত পিএসজির দায়িত্ব পালন করা পচেত্তিনো মঙ্গলবার স্প্যানিশ ভাষার টিভি অনুষ্ঠান এল চিরিংগিতোয় শোনালেন তার মেয়াদে এমবাপের পিএসজিতে থেকে যাওয়ার গল্প।"কিলিয়ানের জন্য সময়টা কঠিন ছিল, কারণ ছোটবেলা থেকে সবসময় মাদ্রিদের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখত সে। আমি তা জানতাম, কারণ কিলিয়ানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। আমার মতে, সে দারুণ এক ছেলে, (তখন এমবাপের) স্বপ্নপূরণের পথে ছুটতে চাওয়ার অর্থ ছিল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা কথা না রাখা।" "বিষয়টি সহজ ছিল না, ওই সময় সহজ ছিল না। আমি নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারিনি; আমি পিএসজির কোচ ছিলাম, কিন্তু একই সঙ্গে এমন একটি ছেলেকে দেখছিলাম, যার মনে ছিল অন্য ক্লাব। বিষয়টি খুব কঠিন। তার প্রতি সবসময় আমার একই বার্তা ছিল এবং আমার ক্লাব ও আমার মূল্যবোধের প্রতি আমি সৎ ছিলাম। যখন আমি সেখানে ছিলাম, তখন সে প্যারিসে ছিল এবং তারপর সে তার স্বপ্ন পূরণ করেছে।" এমবাপের বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয় অবশেষে ২০২৪ সালের গ্রীষ্মের দলবদলে। পাঁচ বছরের চুক্তিতে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে পাড়ি জমান বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। পিএসজিতে এমবাপের পাশাপাশি লিওনেল মেসি, নেইমার ও সের্হিও রামোসকেও কোচিং করিয়েছেন পচেত্তিনো। তাদের মধ্যে এমবাপে কোথায় আলাদা, সেটিও বললেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা আর্জেন্টিনার সাবেক এই ডিফেন্ডার। "এমবাপে একজন নেতা, নেইমার, সের্হিও রামোস বা মেসির চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতা। প্রত্যেকেরই নেতৃত্বের নিজস্ব ধরন রয়েছে।"

ফাইনালের পথে আফগানিস্তান

ইব্রাহিম জাদরান ও সেদিকউল্লাহ আতালির পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস আর তাদের শতরানের জুটিতে লড়াইয়ের পুঁজি গড়ে নেয় আফগানিস্তান। পরে দারুণ বোলিংয়ে কাজ শেষ করেন ফজলহক ফারুকি, নুর আহমাদ, মোহাম্মদ নাবি ও রশিদ খান। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দেখার হারের প্রতিশোধ নিয়ে মঙ্গলবার শারজাহতে ১৮ রানের জয় তুলে নেয় রশিদের দল। ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান থেমেছে ১৫১ রানে। এই জয়ে তিন ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল আফগানিস্তান, পয়েন্ট হলো ৪। সমান পয়েন্ট আছে পাকিস্তানেরও, তবে দুই ম্যাচে কোনো জয় না পাওয়া স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত তলানিতে। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই উইকেট হারায় আফগানিস্তান। তবে সেই ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় উইকেটে শতরানের জুটি গড়েন সেদিকউল্লাহ ও ইব্রাহিম। ধীরগতিতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ৪১ বলে পঞ্চাশ আর ৭০ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছায় তাদের জুটি। শেষ পর্যন্ত ৪৫ বলে তিন ছক্কা ও তিন চারে ৬৪ রান করেন সেদিকউল্লাহ। সমান বল খেলে আট চার ও এক ছক্কায় ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন ইব্রাহিম। তবে ডেথ ওভারে বল হাতে আলো ছড়ান ফাহিম আশরাফ। থিতু এই দুই ব্যাটারসহ মোট চারটি উইকেট তুলে নেন তিনি। তার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮০ রানের সম্ভাবনা জাগিয়েও আফগানিস্তান থেমে যায় ১৬৯ রানে। রান তাড়ায় পাকিস্তান শুরু থেকেই ধাক্কা খায়। দ্বিতীয় ওভারেই ফারুকির বলে সাইম আইয়ুব গোল্ডেন ডাক হয়ে ফেরেন। ফাখার জামান ও সাহিবজাদা ফারহানও ইনিংস বড় করতে পারেননি। রান আউট হয়ে ফেরেন অধিনায়ক সালমান আলি আগা। ৬৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে তারা। পরে আশা জাগিয়েছিলেন ফাহিম আশরাফ, তবে নুর আহমাদ তাকে ফেরান। মাঝখানে রশিদ খান পরপর দুই বলে তুলে নেন মোহাম্মদ নওয়াজ ও শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবি নেন দুটি উইকেট। শেষ দিকে দশম উইকেটে হারিস রউফের ব্যাটে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করে পাকিস্তান। মাত্র ১৬ বলে চারটি ছক্কায় ৩৪ রান করেন তিনি। সেই জুটিতে ৪০ রান এলেও ব্যবধান ঘোচাতে যথেষ্ট হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৫১ রানে থামে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান।

৩৯ এও আইসিসির সিকান্দার রাজা

বয়স কেবলই একটা সংখ্যা! সে কথা প্রমাণ করলেন জিম্বাবোয়ের তারকা ক্রিকেটার সিকান্দার রাজা। ৩৯ বছর বয়সে আইসিসি'র ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে অনবদ্য পারফর্ম করে ওয়ানডে'র অলরাউন্ডার তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। এক্ষেত্রে আফগান ক্রিকেটার মহম্মদ নবি এবং আজমতুল্লাহ ওমরজাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন রাজা। গত সপ্তাহের দু'টি ম্যাচে দু'টি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন রাজা। প্রথম ওয়ানডেতে ১টি উইকেটও নেন। জিম্বাবোয়ে দু'টি ম্যাচ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩০২। মহম্মদ নবির রেটিং পয়েন্ট ২৯২। আজমাতউল্লাহ ওমরজাইয়ের পয়েন্ট ২৯৬। তাছাড়াও ব্যাটিংয়েও নয় ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ২২তম স্থানে উঠে এসেছেন রাজা। ওয়ানডে'তে অলরাউন্ডারের তালিকায় একমাত্র ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি রয়েছেন নবম স্থানে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জয়ের নায়ক ছিলেন শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাঙ্কা। ৭ ধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। দু'টি ওয়ানডেতে তিনি করেছিলেন ১২২ এবং ৭৬। আরেক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার জানিথ লিয়ানাগে ১৩ ধাপ এগিয়ে ২৯তম স্থানে রয়েছেন। বোলিং তালিকায়, পেসার আসিথা ফার্নান্দো এবং দিলশান মাদুশঙ্কা যথাক্রমে ৩১তম এবং ৫২তম স্থানে উঠে এসেছেন। বোলারদের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে প্রোটিয়া স্পিনার কেশব মহারাজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চার উইকেট নেওয়ায় তাঁর রেটিং পয়েন্ট বেড়ে ৬৯০। সতীর্থ লুঙ্গি এনগিডি ৫ ধাপ এগিয়ে ২৩তম স্থানে। ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার রয়েছেন ১৯তম স্থানে। টি-টোয়েন্টিতে শীর্ষে রয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তাঁর পরেই রয়েছেন মহম্মদ নবি। টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় দ্বাদশ স্থানে অক্ষর প্যাটেল।

হরমনপ্রীতের হ্যাটট্রিক, চিনের বিরুদ্ধে হিমশিম খেয়েও জয় দিয়ে হকি এশিয়া কাপ শুরু ভারতের

জয় দিয়ে হকির এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করল ভারত। বিহারের রাজগীরে আয়োজিত হকি এশিয়া কাপে চিনের বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে জিতল ভারতীয় দল। তবে তুলনায় দুর্বল চিনের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও কামব্যাক করেন হরমনপ্রীতরা। আর তিনিই হ্যাটট্রিক করে দলকে জেতান।

ম্যাচের ১৩ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে ভারত। শুরু থেকেই ঝড়ের বেগে আক্রমণ করেছিল ভারত। কিন্তু ম্যাচের গতির উলটো দিকে গিয়েই পেনাল্টি কর্নার থেকে এগিয়ে যায় চিন। তাদের হয়ে গোল করে যান ডু শিহাও। তবে চার মিনিটের মধ্যেই পালটা দেয় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন যুগরাজ সিং। পরের মিনিটেই ফের গোল। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ড্র্যাগ ফ্লিকে দারুণ গোল করেন। হাফটাইমে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল ভারত। চিনের থেকে অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করেছিলেন হরমনপ্রীতরা। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ফের হরমনপ্রীতের ম্যাজিক। ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু যেভাবে চাপ তৈরি করেছিল ভারতীয় দল, তা আচমকা হাতছাড়া করে ফেলে। পালটা লড়াই দিতে শুরু করে চিন। দু'মিনিটের মাথায় ভারতের রক্ষণের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে গোল করেন চিনের চেন বেনহাই। তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে ফের আঘাত চিনের। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধান ফেরায় তারা। গোল করেন জেশেং গাও।

সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এমন কোনও কাজ বরদাস্ত করা হবে না: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: মাদক বিরোধী অভিযান এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বতঃ প্রণোদিতভাবে আরক্ষা প্রশাসনকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এমন কোনও কাজ বরদাস্ত করা যাবে না।

আজ সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্স হলে রাজ্যবাসীর বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তরণের বিষয়ে টাস্ক মণিটরিং সিস্টেমের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

এই সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা এবং ভার্চুয়ালি রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক

ও পুলিশ সুপারগণ অংশ নেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নেশা সামগ্রীর পাচার প্রতিরোধে পুলিশকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে সুবিধা প্রাপকগণ এ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে অবগত হতে পারবেন। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে এখন থেকেই সতর্কদৃষ্টি রাখতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিংক টয়লেট গড়ার কাজ আরও দ্রুত শেষ করতে হবে। শৌচালয়গুলি রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগী হতে হবে। আগরতলা শহরকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা পুরনিগম কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে বলেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা, পরিসুত পানীয়জলের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাগুলি সারাই করা প্রভৃতি বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

গভীর রাতে কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক খোয়াই মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আবারো বাইজালবাড়ির ওসি যুগল ত্রিপুরার নেতৃত্বে পুলিশ বড় সাফল্য পেল। গাড়ি বোঝাই প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। বিগত প্রায় দুই মাস আগে খোয়াই মহকুমা অন্তর্গত বাইজালবাড়ি থানার উদ্বোধন হয় রাজ্যের ডিজির হাত ধরে। যথারীতি নতুন থানা উদ্বোধনের পর এই থানার ওসি পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয় অভিজ্ঞ যুগল ত্রিপুরাকে। উদ্বোধনের পর থেকেই দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে বড় বড় সাফল্য পাচ্ছে খোয়াই মহকুমা পুলিশ।

গতকাল গভীর রাতে বাইজালবাড়ি থানার অন্তর্গত পাগলা বাড়ি এলাকা থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রায় ৭০ ফুট দামি কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক করেন। ঘটনার বিবরণে ওসি যুগল ত্রিপুরাসহ খোয়াই বনদপ্তরের কর্মীরা জানান পাগলা বাড়ি এলাকা থেকে টিআর০৬-সি- ১৭৩৮ নাম্বারের বোলেরো পিকআপ গাড়িতে কাঠ বোঝাই গাড়ি সহ দুজনকে আটক করেন। এই দুজন হল নিতীশ দেবনাথ এবং বিমল দেববর্মা। যে কাঠ আটক করেছে পুলিশ সেই কাঠের বাজার মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা বলে জানিয়েছেন। ওসি জানিয়েছেন এইরকম অভিযান আগামীদিনও জারি থাকবে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বক্তব্যের ধিক্কার জানায় আনন্দ মার্গিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং তার দল সিপিআইএমকে ধিক্কার জানিয়ে তেলিয়ামুড়ায় এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ তেলিয়ামুড়া উপভুক্তি।

উল্লেখ্য, গত ৩১ শে আগস্ট তেলিয়ামুড়ায় বাম যুব সংগঠনের এক জনসভায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তিনি তার বক্তব্যে আনন্দ মার্গ এবং আমরা বাঙালি দলকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে বেশকিছু অবমাননামূলক বক্তব্য রাখেন। এরই প্রতিবাদে বুধবার তেলিয়ামুড়া আনন্দ মার্গ হাই স্কুলের সন্নিকটে জাতীয় সড়কের পাশে আনন্দ মার্গ ধর্মে দীক্ষিত অনুরাগীরা প্লে কার্ড হাতে নিয়ে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

এব্যাপারে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া আনন্দ মার্গ হাই স্কুলের বোর্ড চেয়ারম্যান নিত্যানন্দ দেবনাথ বলেন যে, আনন্দ মার্গ সারা ভারতবর্ষে নানাবিধ সমাজিক সেবামূলক কাজের পাশাপাশি ধর্ম প্রচারই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।প্রাউট দর্শনে বিশ্বাসী আনন্দ মার্গের ধর্মপ্রচারকে সিপিআইএম সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন কুৎসমূলক প্রচার করে যাচ্ছে।যা পূর্বেও করেছিল।আসলে সিপিএম হলো নাস্তিকের দল, তারা ধর্ম বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে ধর্ম নাকি আফিমের নেশা। কিন্তু আনন্দ মার্গ বলে থাকে ধর্ম বিহীন মানুষ পশুর মতো।সুতরাং ধর্মই মানুষের মূল ভিত্তি।বর্তমানে কমিউনিজম পৃথিবীতে অচল হয়ে গেছে।হয়তো আর কিছুদিন পর ভারতবর্ষে এদের আর দেখা যাবে না বলে দাবি করেন স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিত্যানন্দ দেবনাথ।

গোমতী জেলাভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরের রাজর্ষি হলে আজ গোমতী জেলাভিত্তিক রেড রিবন ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই জেলাভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, এইচ আই ভি এবং এইডস'র কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এইডস কোন ছোঁয়াছুয়ি রোগ নয়, এইডস আক্রান্ত রোগীকে ভয় পেলে চলবে না, ঘৃণাও করা যাবে না। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, মিশন ডিরেক্টর ডা. শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, স্কুল অফ সায়েন্স এর প্রিন্সিপাল অভিজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র এবং সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং। আজকের এই জেলাভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় জেলার ৫২টি স্কুল অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৮টি স্কুল মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে প্রথম হয়েছে ভগিনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুল। এই স্কুল রাজ্যভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে যুবরাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তার মধ্যে বিষয় শিক্ষকদের অন্যান্য স্কুলে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরিদর্শক।

ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, একে শিক্ষক স্বল্পতা, তার ওপর বিষয় শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা, খেলার সামগ্রী ও মাঠের অভাব, বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এখনো পাঠ্য বই মিলেনি, ইত্যাদি নানা প্রকার সমস্যায় জর্জরিত বিদ্যালয়। তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে পড়ছে ছাত্রীরা। এরই প্রতিবাদে আজ সড়কে নেমে বিক্ষোভ

জাতীয় সড়কে কন্টেইনার ছিন্ন হয়ে বড় বিপত্তি! তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়িতে ঘণ্টাখানেক বন্ধ ছিল যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক বড়সড় দুর্ঘটনা। রাস্তার ধারে থাকা গাছে ধাক্কা খেয়ে একটি লড়ি থেকে কন্টেইনার ছিটকে মূল সড়কের ওপর পড়ে গেলে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ একটি আগরতলামুখী লড়ি নম্বর টিআর০৪ই১৫৯৪ জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হাওয়াইবাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় সড়কের পাশের একটি গাছে ধাক্কা খায়। ধাক্কা এতটাই জোরালো ছিল যে লড়ির ওপর থাকা কন্টেইনার ছিটকে পড়ে মূল সড়কের মাঝখানে। ফলে দুই দিকেই যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি ও পণ্যবাহী লড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়।

এসডিপিও পান্নালাল সেনের তৎপরতায় খুব দ্রুত কন্টেইনারটি সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং ফের স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে গাড়িচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ফলত, দ্রুত পদক্ষেপে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই মত স্থানীয় বাসিন্দাদের।

ধর্মনগরে প্রথমবারের মতো পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী কিশোর বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রথমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে যোগদান করলেন উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর জেলার আটটি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের দপ্তর সম্পর্কিত এই পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, পঞ্চায়েত সচিব, জেলা পরিষদের সদস্য এবং পঞ্চায়েত অধিকর্তা। শুরুতেই উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ মঞ্চে উপস্থিত থেকে নবাগত মন্ত্রী কিশোর বর্মনকে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেন। এদিনের সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর ও কুর্তি-কদমতলা কেন্দ্রের সিপিআই(এম)-এর দুই বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ ও ইসলাম উদ্দিন, পাশাপাশি ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তাও।

একান্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী কিশোর বর্মন জানান, মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর প্রথমে ঊনকোটি জেলায় তিনি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের রিভিউ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং আজ উত্তর জেলায় এসে তিনি আবারও সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হলেন। তিনি বলেন, "ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতে কিভাবে এই ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, কার্যকরী ও সহজলভ্য করা যায়, সেটাই আজকের বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।" মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, কেন্দ্র সরকারের নির্ধারিত বিভিন্ন প্যারামিটার অনুযায়ী গ্রামের জনগণের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ তথ্য সংগ্রহ করে তা অনলাইনে আপলোড করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আজ দেশের প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।

বর্তমানে মাত্র তিনটি রাজ্য এই কাজ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে ত্রিপুরাও একটি।এছাড়াও মন্ত্রী গর্বের সঙ্গে জানান, বিগত বছরে ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সাতটি পুরস্কার অর্জন করেছে, যা শুধুমাত্র ওড়িশা এবং ত্রিপুরার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতে আরও অনেক ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে সুনামের সাথে দেশের শীর্ষস্থানে তুলে ধরা হবে।আজকের রিভিউ বৈঠকে আগামী তিন মাসের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। তিন মাস পর আবারও এক বিশেষ রিভিউ মিটিং আহ্বান করা হবে, যেখানে আজকের আলোচনাগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।

ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে ১০০ দিনের বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং অভিযান: প্রাথমিক সনাক্তকরণে জোর জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আজকের দিনে বিশ্ব জুড়ে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে অসংক্রামক রোগ। এই রোগগুলো সাধারণত এক ব্যক্তি থেকে আরেক জনের মধ্যে ছড়ায়না, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে প্রভাব ফেলে এবং ধীরে ধীরে জটিলতা সৃষ্টি করে। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, হাঁপানি ও উচ্চ রক্তচাপ হলো এমন কিছু সাধারণ অসংক্রামক রোগ, যেগুলি বহু মানুষকে আক্রান্ত করছে। এই অসংক্রামক রোগগুলির মধ্যে ক্যান্সার এখন ভারতের জন্য এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

যার প্রভাব শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক, সকল বয়সের মানুষের মধ্যেই দ্রুতহারে বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ১সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে রাজ্য জুড়ে ১০০ দিনের বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং অভিযান শুরু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর আওতায় এনে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ করা।

এই বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে মূলত জরায়ু, স্তন এবং মুখগহ্বরের ক্যান্সার সনাক্তকরণে জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ এই তিন ধরনের ক্যান্সার ভারতের প্রেক্ষাপটে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক নারী ও পুরুষকে প্রভাবিত করে। এই উদ্দেশ্যে, ২ সেপ্টেম্বর আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ প্রোগ্রাম। এতে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরাকে সহযোগী হিসেবে কাজ করা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসংস্থা জেএইচপিআইইজিও -এর প্রতিনিধি ও প্রশিক্ষকবৃন্দ। এই অভিযানে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর আওতায় চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এএনএম এবং আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, একটি দক্ষ মাস্টার ট্রেনার দল গঠন করা, যারা রাজ্যের বিভিন্ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন এবং জেলার স্তরে আশাকর্মীদেরও ক্যান্সারস্ক্রিনিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শিরোমণি দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম পরিচালক ডাঃ নির্মল সরকার, জাতীয় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ অভিজিৎ দাস, জেএইচপিআইইজিও'র তরফ থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ আসুতোষ পাধি, ডাঃ অনুপমা রাও এবং ডাঃ স্বগতিকা সেনাপতি প্রমুখ।

উদয়পুরে ড্রেন নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্থ বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ বছর ধরে উদয়পুর মহকুমায় সামান্য বৃষ্টি হলে উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়। ফলে মানুষের সমস্যার শেষ নেই। অবশেষে উদয়পুর পৌর পরিষদ উদয়পুর ব্রক্ষ্মা বাড়ি থেকে নেতাজী সুভাষ সেতু পরান্ত বিশাল ড্রেইন করার পরিকল্পনা নিয়ে ড্রেইন তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। কিন্তু এখন যাচ্ছে কাজ শুরু হবার পর ব্রক্ষ্মা বাড়ি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত যে সমস্ত বাড়ি ঘর রয়েছে সেগুলো ভেঙে যাচ্ছে। এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলেও কেউ কোন কর্নপাত করছেনা।

বুধবার উদয়পুর সোনা মুড়া এলাকার মনীষ করের বাড়ির সামনে ড্রেইনের মাটি কাটতে গিয়ে মনীষ করের বাড়ির ঘরের অবস্থা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেছেন উদয়পুর পৌর পরিষদ ড্রেইন তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে এটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তার মানে কারোর বাড়ি ঘরের ক্ষতি হোক এটা ঠিক নয়।

তিনি আরও অভিযোগ দায়ের করে বলেন পৌর পরিষদের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে যে কেউ বাড়ি ঘর তৈরি করলে তিন থেকে চার ফোট জায়গা ছেড়ে করতে হবে অথচ নিজেরাই এই নিয়ম মানছে না। এই ড্রেইন যারা তৈরি করছে তাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে মানুষের বাড়ি ঘরের ক্ষতি করে যেন কিছুই করা না হয়। উদয়পুর পুর পরিষদ যাতে এই বিষয়ে লক্ষ রাখে এই অনুরোধ করেছে এলাকাবাসিরা।

ছয় মাস ধরে ঢাকায় থাকা মার্কিন স্পেশাল ফোর্স কর্তার রহস্যমৃত্যু ঘিরে জল্পনা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর: ঢাকার গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিন-এ রহস্যজনক মৃত্যু 'আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সেস'-এর এক জ্যেষ্ঠ কর্তার। পুলিশের দাবি, তাঁর মৃত্যুর পিছনে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই তুলে দেওয়া হয়েছে আমেরিকান দূতাবাস কর্তৃপক্ষের হাতে। আরও জানা গিয়েছে, গত ছয় মাস ধরে তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে, তিনি 'বিজনেস ট্রিপ'-এ বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং থাকছিলেন। ৩১ আগস্ট 'ওয়েস্টিন' হোটেলের ৮০৮ নম্বর ঘরে ফার্স স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ড (এয়ারবর্ন)-এর কমান্ড ইন্সপেক্টর জেনারেল টেরেন্স আরভেল জ্যাকসনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। উত্তর ক্যারোলিনার রেফোর্ডের এই বাসিন্দার বয়স হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর।

ঢাকা পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানানো হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়েছে জ্যাকসনের। কোনও অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর পরে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহটি মার্কিন দূতাবাসে হস্তান্তর করে ঢাকা পুলিশ। ময়নাতদন্ত না করা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। ঢাকার গুলশান থানার ওসি হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, ২৭ আগস্ট ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে হোটেল ওয়েস্টিনের ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন জ্যাকসন। দু'দিন ধরে তিনি কোনও খাবার অর্ডার না করায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়েছিল। তাঁরা মার্কিন দূতাবাস এবং পুলিশকে খবর দেন। এর পর, দূতাবাসের একটি মেডিক্যাল টিম এবং পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘরে ঢুকে তারা দেখতে পায় বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন জ্যাকসন।

ওসি হাফিজুর রহমান বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে বলে মনে হওয়ায় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ হস্তান্তরের জন্য একটি লিখিত অনুরোধ জমা দিয়েছিলেন। পরে দেহটি তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন জ্যাকসন। একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এশিয়া থিয়েটার জুড়ে বিভিন্ন অস্থায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে ৩ বছর কাজ করার পরে, ২০০৬ সালে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পেশাগত প্রোফাইল বলছে, ফার্স স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ড (এয়ারবর্ন)-এর কমান্ড ইনস্পেক্টর হিসেবে তিনি সব ধরনের বিশেষ অভিযানের জন্য বাহিনী সংগঠিত করা মোতায়েন করায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে জেনারেল জ্যাকসন মার্কিন সেনার কোনও সাধারণ সদস্য ছিলেন না।

বাংলাদেশি গোয়েন্দাদের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সিএসআর জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে ছিলেন তিনি। সরকারি ভাবে তিনি 'ব্যবসায়িক সফরে' এসেছিলেন। ২৭ আগস্ট তিনি ওয়েস্টিন হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি কেন এসেছিলেন, কী করছিলেন, কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, হোটেল থেকে ঢাকার কোন কোন জায়গায়। গিয়েছিলেন এই সকল প্রশ্নের জবাব এখনও অস্পষ্ট।

"স্মরণে সীতারাম ইয়েচুরি: ধর্মনগরে বাম নেতার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজ প্রখ্যাত বাম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, সহ স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ।

সভায় বক্তারা সীতারাম ইয়েচুরির রাজনৈতিক জীবন, সংগ্রামী মনোভাব এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে ইয়েচুরি সারা জীবন লড়াই করেছেন এবং বামপন্থী আন্দোলনকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas